আদিপুস্তক

মুজিব ইরম বিরচিত

আদিপুস্তক

মঙ্গলসন্ধ্যা

আদিপুস্তক

মুজিব ইরম

রচনাকাল

১৯৯১-২০০৮

প্রকাশকাল

বইমেলা ২০১০

প্রকাশক

মঙ্গলসন্ধ্যা

sarkaramin@yahoo.com

৫০ আজিজ সুপার মার্কেট

শাহবাগ, ঢাকা।

ঢাকা-১০০০

পরিবেশক

শালুক

obaedakash@yahoo.co.in

৫০ আজিজ সুপার মার্কেট

শাহবাগ, ঢাকা।

©

অন্য ইরম

মূল্য

২৫.০০ টাকা।

E-mail : mujiberom@hotmail.com

উৎসর্গ
ওবায়েদ আকাশ
বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান ১৯৯৬
ইরমকথা ১৯৯৯
ইরমকথার পরের কথা ২০০১
উত্তরবিরহচরিত ২০০৩
সাং নালিহুরী ২০০৪
ইতা আমি লিখে রাখি ২০০৫
শ্রী ২০০৭
এক যে ছিলো শীত ও অন্যান্য গপ ১৯৯৯
আউটবই : বারকি ২০০৩, মায়াপির ২০০৪, বাগিচাবাজার ২০০৫
প্রকাশিতব্য কবিতার বই : লালবই। কবিবংশ। আমি কেনো হারিয়ে ফেলে কান্না করি না।

আদিসূচি

কবিবংশ ৯-১৬ \ অবৈতনিক কথামঞ্জরি-১ ১৭-২১ \ অবৈতনিক কথামঞ্জরি-২ ২২-২৫ \ অবৈতনিক কথামঞ্জরি-৩ ২৬-২৯ \ অবৈতনিক কথামঞ্জরি-৪ ৩০-৩১ \ উৎস ৩২ \ স্নেহ ৩৩ \ মিনতি ৩৪ \ আদিপুস্তক ৩৫ \ মুগ্ধতা ৩৬ \ গল্প-১ ৩৭ \ গল্প-২ ৩৮ \ পানিনিদ্রা ৩৯ \ ধারাবহর ৪০ \ কীর্তনানন্দ ৪১ \ ঝর্নাবলী ও অন্যান্য ৪২-৪৬ \ কথা ৪৭ \ শুকপাখির কাছে বিলাপ ৪৮ \ এ মাটি বুদ্ধের ৪৯ \ ভ্রমণসংহিতা ৪র্থ খণ্ড ৫০-৫২ \ ভ্রমণসংহিতা ৫ম খণ্ড ৫৩-৫৪ \ ভ্রমণসংহিতা ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৫-৫৬ \ কাহিনীসত্য ৫৭ \ যখন কবিতা লেখা হয় না ৫৮ \ যুদ্ধকাল ৫৯ \ বাজার ৬০ \ কথামৃত ৬১ \ নান্দীকর ৬২ \ কান্নাসংহিতা ৬৩ \ আড়ি ৬৪ \ মনলিপি ৬৫ \ স্বপ্নমঙ্গল ৬৬ \ তেজারতি ৬৭ \ ভাইলপদ্য ১ ৬৮ \ ভাইলপদ্য-২ ৬৯ \ ধূলিগান ৭০ \ কুপানিদ্রা ৭১ \ সমাধিফলক ৭২ \ শেফালিচরিত ৭৩-৭৪ \ পড়শিনী ৭৫-৭৬ \ সাঁকো ৭৭ \ সাধুসঙ্গ ৭৮ \ কলহান্তরিতা ৭৯ \ অন্য ইরম ৮০ \

কবিবংশ

এ-পদ্য তোমার জন্য—যে-তুমি ডেকেছো ভোর-রাতে। এ-পদ্য তোমার জন্য—যে-তুমি ডাকিবে সন্ধ্যা-রাতে\

যে-বাঁশি বাজিলো ধীরে হিয়ার ভিতর—দিনকানা, রাত্রিকানা—ভুলে থাকা দায়। কে তুমি বংশীবাদক এই দেহভাণ্ডে থাকো, কী নামে বাঁশির ছিদ্র থমকে থমকে ওঠে? তুমি বুঝি একি নামে জগতে বিরাজো? তুমি বুঝি চেনা নামে আরিপরি খোঁজো? এতো যে বাজলো নাম এতো এতো লয়ে, এতো যে ছড়ালো নাম পাশে কিংবা দূরে, কী আর হয়েছে তাতে—বলো দেখি বলো? কেনো তবে দিনেরাতে নামেনামে ডাকো? এমনি মারিছো বাণ, জানি না রে আজ—কোন বা বাঁশের বাঁশি ওষ্ঠে বেঁধে রাখি! অবেলা হয়েছে বেলা, কিসে ভয়-ডর? অপথে উঠেছে ধ্বনি, সুরে ভাঙ্গে ঘর।...কেনো যে বুঝোনি সেই, ফেলিয়াছো দিন যেই, অপথের মাঝে। ডেকেছে কতো না ছায়া, এনেছো অচিন মায়া, কাঁটাবিদ্ধ তা যে! সেই কবে যাত্রাদিনে, রেখে আসা বৃক্ষ-মূলে, ধরে রাখি মন। এতো পথ হেঁটে এসে, পক্ষিকুল ভালোবেসে, আগলে রাখি বন। ভুলেও থাকি না আজ, সেই যে দিয়েছো কাজ, দেহভাণ্ড ভরে। যা কিছু গিয়েছে ধীরে, পাশ কেটে চোখ বোজে, কান্না অবসরে। এ-মনে হয়েছে রোগ, তারে তুমি বলো সুখ, মনে শান্তি পায়। তুমি এ-সংসারে দেবী, অধমের মন সেবী, ভরেছো আশায়।...হেঁটে হেঁটে আজ বুঝি ক্লান্তি নামে পথের ধুলায়—তবে কি রে মন তুমি শস্যবিদ্যা ভুলেছো হেলায়?...ঢেউয়া ফলের জলে মুছে দেই কতো হস্তলিপি, আরো কতো নিরাকার তৈরি করি বালির সমাধি। কাটাকুটি জলেস্থলে কয়লায় ধুয়েছে দেয়াল, হাওয়ায় ভেসেছে কতো—মগ্ন থেকে রাখিনি খেয়াল। থুতু ঘষে নাই হয় কতো কিছু সরলে গরল, পাতাপত্রে আঁকাআঁকি বুঝিনি তা বয়স তরল। আর কতো বেহিসাবি আর কতো ওলট-পালট—শস্য কি ভিজেছে রোদে, জেগেছে কি পুবের হালট? জানা নাই, নাই শোনা, প্রশ্নে প্রশ্নে করি দুনু-মুনু, বয়স বাড়েনি আজো শ্লেটে লিখি হাঁটু ভাঙ্গা তনু।...কী মাত মাতিনু আর ভুলে যাই কথার ধরণ, যতনে লুকানো দাগ স্পষ্ট হয় ব্যথার স্মরণ। মুরব্বি মহান যারা তারা দেখি বলাতে অসীম, জগত-বাখানে তারা তুচ্ছ করে মাতের আফিম। আকারে প্রকারে খুলে মোহ-ভর্তি কথার সিন্দুক, মোহমুগ্ধ সুরে দেখি তুষ্ট করে যতেক নিন্দুক। গোষ্টি ও ঘরের শত্রু গুণমুগ্ধ হয়তো পরের, তুষ্ট হয়ে ফিরে চলে বক্ষভরা কুহক স্বরের। এসব কমতি নিয়ে মাঠে কেনো এসেছিলে তুমি? দিনেদিনে আরো বেশি কথা বন্ধ বোবা-দগ্ধ-ভূমি। খুঁজে খুঁজে নি-মাতের পদ ছুঁয়ে নেই মুরিদানি, বংশের কলঙ্ক-কালি মুছে দিতে আসে কোন জ্ঞানী?...বাছনা বেয়ে জেগে উঠি শিমের নিঃশ্বাস। দোআঁশ মাটির টানে অন্তর অধীন, প্রাণ ঢেলে অপ্রাণের বাড়াও উত্তাপ। আমাকে সজীব করো—ওগো অগ্নিময়ী, লকলকে প্রাণবায়ু সাকারে আকার, ফোটে পুষ্প-ফনা-মদ মত্ত চুপিসারে, বিষবাষ্পে রংহীন পাতা-পুষ্প-লতা, বাখাল বাঁশের আগা পেঁচিয়ে সঙ্গিন, সবুজে অবুঝ ঋণ আভোগ আফিম। কে ধরে লতানো লতা ঝাঁকে মেশা কুঁড়ি? এতোটা মোহন ডাকে বায়ু বাষ্পানলে, কঞ্চিভরা প্রাণবায়ু তোমার অধীন। এই পত্রে লিখা হোক বাঁচা-মরা-ঋণ, মাচাং ভরিয়া ফোটে তুঁহু রাঙ্গা দিন।...বারমাসে তের ফুল ফুটে থাকে ডালে, নগরে নগরে ঘুরি নিজস্ব অনলে। বারমাসে তের ফল ধরে থাকে ডালে, তবুও কিসের নামে অশান্তি বিরাজে? নবান্নে আসিও তুমি—তুমি সেই তাপ, তাড়িও দেহের গুণে বিষের প্রলাপ। বারমাসে তের রূপ অগ্নিফোটা রাত, আমাদের ঘর হোক পদ্যপারিজাত।...এ-পদে কি মিশেছে আজ শুরুর সঙ্গীত? কোথায় পথের শুরু, কোথা সেই গীত?...বাজিল মুরলী-ডাক দূর-দূরবাসে, এ-বাঁশি পদের নামে ঘরহীন করে। অন্তরে সরল বাঁশি গরল উগারে, কুলবান কুলহারা নাশিল পরাণে। মাগি ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে যদি বা বিরল, সুরের কদম্ব-তলে মিলায় অতল। নগরে নগরে ঘুরি শব্দসঙ্গ যাচি, তবু কি কালার বাঁশি শুদ্ধ করে আঁখি? যারা যারা এই পথে ধরেছিলো সুর, আজও কি রে সেই তাপে ধরে আছে ঘোর? আর কেবা জানে বলো, আর কেবা জানে—গোবিন্দ দাসের মন জানে বুঝি মানে? ইরমে কান্দিয়া কয়—ওগো অগ্নিময়ী, উঠেছি তোমার নায়ে ধরো আশাবরী।...কে করিবে দূতিয়ালি হায়, কুলাচার্য ইরমের বাণী! গোষ্টীকথা লিখিয়াছি যতো, কুলজি-গ্রন্থের অভিধানে—এই সেই কারিকা পুরাণ, রচিবারে মহাবংশাবলী, আমাকে কি কুলপতি দলে, কবিবংশ নাম ধরিবারে, তুলে নিবে তুমি কবিশ্বরী?...বাতাসে উড়িছো তুমি শিমুলের তুলা, নিশ্চয় রহিলো বন্ধু নিতি আত্মভোলা। বাতাসে উড়িছো তুমি আমনের নাড়া, আসে না আসে না বন্ধু—কেনে এতো তাড়া? বাতাসে উড়িছো তুমি ঝরে-পড়া ফুল, কেনো এতো তার নামে ওঠে হুলস্থুল? এক নামে ডাকো তারে এক নামে ডাকো, আসিবে আসিবে করি বুকে আশা বাঁধো। নতুন নামের গুণে যদি দয়া হয়, এ-ঘরে চান্দের আলো হয়িবো উদয়। কেনো এতো ভাবো তুমি কেনো এতো ভাবো, তোমার সোদর ভাই আইনুদ্দীনে কয়—বন্ধুয়া আসিবে করি মোর মনে লয়।...ভিজেছে পাহাড়, পাতাবৃক্ষফুল, এমনি বারিষা মনে কতো দূরে তুমি থাকো ওহে জলেশ্বরী? নগরে নগরে বুঝি আর-জন্মে যোগি হয়ে ঘুরি? কবে থেকে তার শুরু—বলো তবে বলো ওগো গেরুয়া ধারিণী, ও আমার যুগল যুগিনী!...কিন ব্রীজ পারি দিয়ে যে-দিন নগরে তুমি অজু সেরেছিলে, লিখিয়েছিলে মুরারি চাঁদে নাম, তোমার অপেক্ষা করে আলী আমজদ-এর ঘড়ির কাঁটায় সময় আটকে ছিলো বহুদিন—সেই থেকে তুমি বুঝি পাখিডানা পেলে? এতো এতো পাখি পুষে কাটালে প্রহর—তোমার নিজস্ব পাখি বংশ ভুলে কেনো তবে অ-রূপ ধরেছে? তুমি তো বৈতল নও জালালী নগরে—এ-পাখি তোমারে চিনে—নামের দোহাই, কেনো তবে উড়ে আসো, ভুলো থাকো মনু ও খোয়াই?...যেখানে যাওয়ার জন্য একদিন নেমে আসি পথে, যাত্রা কি ফুরালো মন, যাত্রা কি ফুরায় কোনোদিন? এতো পথ এসে

দেখি যাত্রা আজও ফুরালো না, হায়! কোথাও আচমকা শুধু তোমার স্মরণ রেখা এঁকে, ভুলে থাকি কথাগুচ্ছ, দিনে দিনে ক্লান্তি শুধু বাড়ে। শিখিনি কিছুই বুঝি? বৃথা বুঝি নামাবলি জপা? কে বলে এমন কথা—বাড়েনি কি চক্রহারে দেনা? যে-চারা রুয়েছি সেই ফেলে আসা বিষের নগর—তা-ও কি ফলেছে বৃথা, ধরে থাকি বিম্ব-কাক-ফল? নতুন নগরে লগি গাড়া হলো বেশদিন শেষে, সেখানেও বৃক্ষ আজি নিজনামে পুষ্পধ্বনি ফোটে—তুমি কি বাজাও বলো নগরে নগরে এই নাম? গড়ে তুলি তিলেতিলে দেহচর্বি জ্বেলে কবিবংশ, হয়েছি অনেক শেষে কাদাসিক্ত শুভ্র রাজহংস।...এ-বংশে জন্মেছে যারা, ভুলে যাই তারা কারা, আর যতো পন্থহারা নাম—তাদের চরণ-মাঝে বাঁশুরি-বাদ্য কি বাজে, সেই নামে সিদ্ধ সাজে ধাম?...একদা বংশের বাতি জ্ঞানদাস জ্বালে, বিদ্যাপতি-বংশগীত রাধা রাধা বলে। চণ্ডিদাস জ্ঞাতি হয় এই যমুনায়, পদে পদে ওঠে সুর কৃষ্ণ নাম গায়। আমি কি বংশের বাতি এই তরিকায়, ক্ষমা কি করিবে আদি গুরু কাহ্নপায়? এমন জাতের কথা কভু নাহি শুনি, নিজবংশ ছেড়েছুড়ে পরবংশ ধরি। এমন বাঁশির কথা কেনো তুমি তোলো, কদম্ব তরুর তল নগরে বিচারো? আড়বাঁশি ছিদ্র-কানা কবি কবি বলে, এই শব্দ ঘর-কানা যমুনার জলে। এই দেহ রাধা সাজে এই দেহ গীত, এই মন কানু বিনা বুঝে কি সঙ্গীত? এমন লজ্জার ভার কার কাছে রাখি, বেনামে নামের ধ্বনি পরনিন্দা মাখি। সকলে শুনিলো ডাক ভুলে গেলো সবি, পশিলো হিয়ার মাঝে শব্দ-বাক্য-ছবি। নিরানন্দ থাকি শুধু নিরানন্দ থাকি—ভুলে যদি সাদাপাতা পড়ে থাকে খালি? এই ভয় ওঠে মনে এই ভয় ওঠে, না-জানি গীতের ঢেউ পদে নাহি জুটে! শ্রী ইরম ঘর হারা বৈতল স্বভাবে—কে এসে গাইবে গীত এমন অভাবে?...এ-দেহ রাধিকা রূপ—ছিদ্রবাঁশি—এ-দেহ কানাই, শব্দ-ব্রহ্ম-সখা তুমি—আড়বাঁশি—নিয়ত বাজাই। এ-বংশে হাছন কাঁদে—চরণ ধরিতে তার সাধ, এ-বংশে করিম কাঁদে—ওরে, পাইমু নি তার লাগ! শাহ নূর দগ্ধ হলে চাইর প্রহর রাত্রি ফানা হয়, বানেশ্রী ছাড়িলে কাঁদে মনোপাখি বন্ধু সমুদয়। যমুনা যমুনা সুর—বাঁশি তবে কার নাম জপে, ধামাইল উঠেছে কি দূরে রাধারমণের নামে? এ-বংশে আমি কি আছি—আমি কি ছিলাম কোনো কালে? আমি কি থাকিবো রোজ—সহি দিলে—চরণে নূপুর-ধ্বনি হয়ে? শা'নূর আমার ভাই বানেশ্রী বিচারে—ত্যাগিলে কদমহাটা নালিহুরী কাঁদে।...পঞ্চবটী বনে বুঝি পাখি ডেকে ওঠে, কবির ঘুমন্ত গ্রামে মগ্নছায়া জোটে। লতায়-পাতায় জ্ঞাতি আদি কবি নাম, কুলজি রচিতে বসি তাহাকে প্রণাম। আরেক প্রণাম আমি তোমাকে জানাই, যে-তুমি হালতী হলে নিরলে জাগাই। পদে পদে ওঠে নাম পদে দেখা পাই, কোন সুরে বন্ধু ভজি তুমি বলো চাই? কী করে অধরা ধরো পন্থধারা পাও, কী কলে বন্ধুরে খোঁজো আমারে বাতাও। ঘরের বাগিচা-পাশে ভ্রমর-বাখান, তোমার কণ্ঠে জাগায় দেহাতি আজান। ডাকিলো ভজিলো দিলে ধরে দমে-দম, তোমারে খুঁজিলো এতো কেনো যে ইরম! তুমি কি দিয়েছো বর, তুমি কি অভয়? তবে তো কপালে কিছু ঘটিবে নিশ্চয়।...এ-দেহ ভুলে থাকি, এ-দেহ পুষে রাখি, অন্তর অধীনতায়; লুপ্তনাম ভোরে হাঁকি, যা কিছু রোদে মাখি—বলো, তা কি রক্ষা পায়?...পিরাকী-ফকিরী ধরে এ-বংশে লিখেছো যে-নাম, ভালোবেসে এই রাতে বলে রাখি তোমাকে প্রণাম।...তোমাকে রাখিয়া দূরে বাঁশি আর বাজে না গো রাই! সোয়া ও চন্দন ঘষে দূরদেশে রাত্রি ঘন হয়, দেখে এ-নন্দন, উঠে যে কান্দন, গীতের মহিমা মনে হয়। যাতি-যূতি-চম্পাবতী, ভোর নামে জংলী নদী মনু ও দলাই, এতো যে প্রণাম, শুনিয়া সুনাম—আমারে কি প্রাণ বন্ধুয়ার মনে নাই?...নিমায়া-নিঠুর অতি কেনো থাকি দূরে? যাতি-যূথি-পুষ্প গাঁথি মালতি মালায়, বিনিসুতা আড়ি দিয়ে ভূতলে গড়ায়। সোয়া ও চন্দনে ঘষি দেহ ফর্সা করে—তুমি নি বলিবে মন কারে বিচারিলে? পথে পথে কোন ধন হাছিল করিলে? প্রশ্ন কেনো করো তুমি ওহে মূঢ় মন, তোমার কপালে তীর বিঁধেছে কখন? যথাতথা যাও তুমি নিজের গরজে, কাজা করো ভোর-সন্ধ্যা-নিশুতি-ফরজে।...এ-আয়াত রচিয়াছি তুমিহারা দিনে, এ-দিলে জিকির ওঠে সিনাভরা ওমে। এই হাত ধরো তুমি এই হাত ধরো, অপথে জীবন গেলে সোজা পন্থ ধরো। কে দেবে পথের দিশা, সে যে আজ দূরে—মনেতে বিষের ঝড় নেমেছে অঘোরে।...তারে তুমি দেখে রেখো ও আমার নিমের বাতাস। দখিনা বাতাস আসে, কে করে নিষেধ তারে—পাখি, পাখিরে আমার, উচাঁ ডালে বসে তুমি কেনো ডাকো দুপুরবেলায়? কতো মন পুড়ে গেলো—কোকিল-স্বভাবে কেনো, রাত্রি তুমি ডেকে আনো? কান্নাসুরে দুপুর এলায় তার চুল, ঘনকালো—শিমুল তুলায়। বাউলের পাখি তুমি, বিরহে তোমারে নমি, সে যেনো শোনে না এই আদিম শিলায়, কী করে ধরেছে ক্ষয়, জলে ভিজে, রোদে পোড়ে, ভুলে থাকা বৃষ্টি-জলোচ্ছ্বাস। কে আজ আনবে তুলে, হাহাকার দূর করে—এমন আলোয়?...শিখেছি তোমার কাছে পাল তোলা নাওয়ের স্বভাব। সুর, তা-ও তুমি দিলে বেসুরের মাঝে। লইবো না কেনো তবে মুরিদী শপথ? তা-ও যদি তুমি দাও—না-হয় আমাকে আজ গীতেই ভাসাও।...আর কী এমন দাবি কহিবার আছে! মিসকিনেরে দিয়েছো লিল্লা ছায়াঘন রাতের সৌরভ। এইবার—ছদকা করো দেবী চক্ষুভরা ঘুম, এই এতিম ফকির দাঁড়িয়েছি তোমার দরজায়। খতমে সেফার গুণে মনে যদি বরিষণ নামে—ছদকায়ে জারিয়া ভেবে দান করো মনের জৌলুস। দানে জানি কমতি নাই—কবে তুমি কাঙ্গালেরে খয়রাত করেছিলে দেহভরা ঘুমের গৌরব?...গোষ্ঠীভরা এতো এতো মৌলানা-হাফেজ, এতো এতো বুজুর্গ-আলেম, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস—সকলেই পেয়েছে কি তোমার রহম? সেফা করো ওগো দেবী—ভিক্ষা মাগে অন্ধ কবিয়াল, জগত ভ্রমিয়া শেষে আর কেবা হয়েছে মাকাল!...তুমিই দিয়েছো এই বংশের কলিমা, সহজিয়া সুরে তাই ভুলেছি গরিমা। তরিকা দিয়েছো তুলে এই মূঢ় মনে, খাজনা দিয়েছি শোধ ধনে আর তনে। এতো যে করেছি গীত তোমার নামের, তবু কি দেবে না দয়া তোমার শানের?

রচিলেন আলাওল এ কী মায়াবিশ্ব—শাস্ত্র কহে কবিগণ ঈশ্বরের শিষ্য! মালাধর বসু-বাণী পণ্ডিত-জগতে—লোক বুঝাইতে কহি লৌকিকের মতে। আমি কোন কবি ছার কৃত্তিবাস-বাণী, সকলি বুঝাতে শেষে তা-ই তুলে আনি—সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত, লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত। দৌলত কাজীর নামে রচেছি সানন্দে—শুনিয়া সকলে যেন বুঝয়ে আনন্দে। তুমি কি বুঝেছো দেবী অধমের নীতি? না-বুঝিলে বৃথা যায় বংশবিদ্যা-গীতি!...তোমার বাড়িতে এই চৈত্রমাসে ফুটে আছি অস্থির মুকুল। নিমগাছে ধরেছে কি নয়াপাতা ছায়াছিদ্র ফুল? আমলকি গাছে বুঝি রাঙ্গাপাতা হয়েছে ব্যাকুল? তার পাশে ছিলো সে যে লিচু আর পড়শি বকুল—গোলাপজামের ফুল শুভ্র রূপে বেঁধেছে কি চুল? বনআলু জাগলা হলে গৃহকাজে শান্ত হয় মন—আমের বউলে বুঝি ডেকে আনে ভ্রমর-গুঞ্জন? তোমার বাড়িতে আজ নিম হয়ে ফুটে আছি বনাজী কুসুম—তবু তুমি ভয়ে কেনো নিজেই হয়েছো এতো অস্থির অঘুম?...উদ্ধত ভঙ্গিমা নিয়ে জেগে ওঠে দুধমরিচের ডাল—চৈত্রমাসী রোদে। এমন গর্বিত গ্রীবা—কম্পন বিধুর মন মজে থাকে শুভ্র ইশারায়। রুয়েছো মনের টান—তুঁতফল ডেকে আনে পক্ষিকুল, নামেতে ইরম। উঠানে উঠানে থাকি নীল মরিচের গাছ, বারমাসি বেগুনের ঝোপ। একবার শুশ্রূষায় জলছিটা দাও—এ-জীবন ধূলিশূন্য হোক, অপেক্ষা ঝরুক।...তুমি এসে বসে থাকো আজ—সময় সামান্য অতি হায়, আজ চন্দ্র অস্ত যাবে ঠিক—তোমার মহিমা-রাঙ্গা পায়।...দীর্ঘ-দীঘির সমান নীরব ক্রন্দন—তুমি কি দেখোনি প্রাণ, উচাটন নিশিভর পতিত বাথানে? কিসের রাখালি তবে—ঘাসে ঘাসে কিসের বন্ধন? দূরে দিন উঠিয়াছে বিষণ্ন-বিপুল—মন তুমি ভিজে থাকো—এ-দেহে বিঁধেছে আজ রোদের ত্রিশুল। বিস্তৃত বিরাণ-মাঠে কার নামে জয়ধ্বনি ওঠে? দূরের কুটুম ডাকে, এই নামে পুষ্পধ্বনি ফোটে।...তোমার নিমের ডালে ধরে আছে নামহীন কুঁড়ি, তারপাশে ফোটা-ফুল আর কিছু পাতা-পুষ্প-ডাল, তারা কি দুপুর-বেলা রোদে ভিজে হয়েছে বেহাল? চৈত্রের এমন রূপ গাছে গাছে আকাল সুন্দরী। আহারে গর্জনশীল ভয় নিয়ে আসো কেনো তুমি? দূরবাসে পড়ে থাকি, একা থাকে আমার ঘরণী। দূরত্ব প্রগাঢ় হলে কেঁপে ওঠে বিরহ ধমনী—কেনো তবে এই বেলা কাঁপে পাতা কাঁপে বৃক্ষ-ভূমি? বন্ধ করো ওহে মেঘ অচিরাৎ তোমার নর্তন, করেছে আদেশ এই মধ্যরাতে পদগ্রস্থ কবি—তুলে আনো শান্ত ঢেউ, হোক তবে সুরের মন্থন, আঁকা হবে মৃদু-মন্দ হাওয়া-রাঙ্গা সুখরাত্রি ছবি। আমার রমণী দূরে আঁকে দিলে ঘর-প্রতিচ্ছবি, তার তরে মধ্যরাতে তুলে রাখি দেহের চন্দন। এই ঘরে আছো তুমি, এই ঘর তোমার স্মারক, তোমার চরণ-জলে দূর হোক মারি ও মরক।...তুমি যে ডেকেছো কাছে অচিন প্রলাপে, তুমি যে ঘিরেছো ধীরে বিভোর বিলাপে—কী করে ধরেছি বক্ষে জলে-ঢাকা রাত, প্রলাপে-বিলাপে তুমি এনেছো প্রভাত। আঙ্গিনা ভরেছে ধীরে রাত্রি-ফোটা ফুলে—আর কি কাটাবো পাশ স্পর্শ-মায়া ভুলে? তুমিই ধরেছো সখি এই দুই হাত, এ-জীবনে বেঁধে রাখি সুরের রাকাত। একদিন ভুল করে জেগে দেখি রোদ, পড়ছে অচিন রাগে অধরা দরুদ। সেই থেকে মনে ধরি দিলে থাকি বাঁধা, তোমার হাসির নামে শুধু সুর সাধা। তুমি যে থাকিবে পাশে মোহমুগ্ধ দিনে, আমাকে বাঁধিও তবে জন্মমৃত্যু-ঋণে।...যা কিছু একদা ছিলো সমান বয়সী, সেও বলে নির্দ্বিধায় গম্ভীর হয়েছি। তুমিও পরেছো শাড়ি স্বর্ণলতা নাম, কেনো যে আড়াল করো বিদগ্ধ প্রণাম! সন্ধ্যা হতে বাকি নাই, কে আজ হাঁকায়? ধরে আছো এই হাত শান্ত যমুনায়। ভুল সুরে ভুল পথে হয়েছি চাতক, আসন্ন শিশুর নামে রচিও জাতক। যদি চায় ক্লান্ত পাখি ছায়ার আশ্রয়, পাতার মহিমা ধরো—ডালের অভয়। কতো নাম মুছে গেলো কতো নাম ভাসে, এই বার্তা গীত হোক খড়ে আর ঘাসে। এই বংশ গীত হোক—কবিবংশ গীত, তুমিও ধরিও হাত—বাজুক সঙ্গীত।...এ-এক বংশের গান, যে-সুরে ধরেছে মান, মিয়া মালহার রাগে। ভুলে গেছি দিনকাল, যতনে বিরাগে প্রাণ, শুধু বিরজনে জাগে। কেনো যে ভুলেছি আজ নিজস্ব-জগত—এ-পথে কি ধূলি ওড়ে শস্যের শপথ? কেনো তবে এসেছি এ গন্তব্য সীমায়—বলো তুমি ধূলিপত্র শস্য কোথা হায়!...চৈত্রের তাণ্ডব শেষে তপ্তদিনে নিমেষে নেমেছে—বোশেখের সদ্যজলে স্বচ্ছতর ঘাসের প্রপাত। উজান স্রোতের প্রেমে যুদ্ধে কাঁপে দেহজীর্ণ মিন—এমন কাতর দেহে সইবে কি তোড়ের আঘাত? ছিলো তার নিস্তরঙ্গ কোনো এক জলার বসত, ডেকেছে তর্পন-দিনে জলসিক্ত উজানি সাকিন। পাথরে পাথরে ওঠে যাত্রাধ্বনি নিথর নিক্কন, কে তবে দেহাতি ডাক গেয়ে ওঠে—আশা বড়ো ক্ষীণ? পরে আছি রাঙ্গাবাস দূরান্নয়ী মিন যথা দশা, যাত্রী সহচরে যারা ক্লান্তি ধারি উজান সঙ্গীন। শুনিয়া দেওয়ার ডাক মর্মে গাঁথি নব্য জলাভূমি, একাকী উজানগামী থাকি রোজ মেঘের অধীন। আছো কি তুমিও পাশে, যে তোমার করি আরাধনা? উজাইয়ের মাছ জানি স্থলস্রোতে করিও ভজনা।...তোমাকে রেখেছি, অজানা ডেকেছি, এসেছি এতো যে দূর। ভুলে-ভালে দিন, হয়েছে বিলীন—তবু কি ভাঙ্গিলো ঘোর? গুহাগাত্রে নামাবলি, এঁকেছিলে তুমি বুঝি, জন্মে-জন্মে এই পথে, তারে দেখি তারে খুঁজি। ভুলে-যাওয়া নাম ধরে, যে ডাকিতো ঘরে ঘরে, ফুটে ফুল পন্থহারা যতো—তুমি না ভজেছো তারে, কেনো তবে দোলাচলে, নিজ-ছায়া ভেবেছো আহত! দূরের অতিথী হয়ে যেই গাই নিজগুণগান, এখানেও বংশ-মাঝে ফুটে দেখি অবুদ্ধ বাগান।...বন্ধনা করেছি দিন—যে-দিন হয়েছে ভুলে কেবলি আহত, যা কিছু হয়েছে ঋণ—তুলে রাখি মধ্যদিনে শিরদাঁড়া নত। এ-বংশে দিয়েছি বাতি, খুঁজে আনি আঁতিপাতি, মূলশুদ্ধ আধা-অন্ধকার। তুমি এসে বসো পাশে, তোমাকেই নৌকা ভেবে, করি আজ শব্দ পারাপার।...পারাপারে দিন যায় পারাপারে রাত—তুমি কি বেভুলে তারে পরাও প্রভাত? জেগে জেগে রাত যায় ঘুমে ঘুমে দিন—চক্রবৃদ্ধি হারে বুঝি বাড়ে শুধু ঋণ!...আলো-বিদ্ধ রাত্রি নামে কাছে। ডানা নাড়ে স্নিগ্ধ সুরে, কী যে রাত কী যে

ভোরে, জন্মদাগ ঋণ পড়ে আছে। যদি থাকে মনঃস্তাপ, না করিও ভুলে মাপ, বংশ রক্ষা কুল রক্ষা রেখেছি অধীন। ভেলকিবাজি দেখে-টেখে, অযথা গন্তব্য রেখে, ঘুমঘোরে পড়ে থাকি, বেহুদা যেদিন। এ-দেহ ভুলে থাকি, এ-দেহ পুষে রাখি, অন্তর অধীনতায়। লুপ্তনাম ভোলে হাঁকি, যা কিছু রোদ মাখি, তা কি রক্ষা পায়? মধ্যঘোরে তুমি উঠে, ডাক দিলে নিদ্রা টুটে, এ-নিদ্রা লখাইর বাসর। কী করে ভাঙ্গিবে ঘোর, এ-কর্ণে বিঁধেছে সুর, এ-চক্র নিজস্ব আছর।...পথে পথে হলো দেখা, তুমিই দিয়েছো ব্যথা, আবার নিয়েছো বুকে তুলে। ডেকে ডেকে নাম ধরে, এ-নামের শান্তি ঝরে, একদা জাগিও সন্ধ্যা হলে। তোমাকে ডেকেছি ভোরে, অনেক পৃথিবী ঘুরে, তুমিই দিয়েছো যতো তৃষ্ণা-নিবারণ। কেনো তবে এই নামে, তৃষ্ণা জাগে বারেবারে, তোমার নামের সুরে কণ্ঠ আহরণ।...লিখি রোজ পদ যতো তোমার নামের, যদি কিছু হয় ভুল, ছিন্ন করি জাতিকুল, ক্ষমা করে দিও তুমি বিক্ষিপ্ত দিলের।...আজ দিন ভালো লাগে, আজ দিন চেনা লাগে, তুমি বড়ো হাসি-হাসি তাই। কাল দিন ভালো রবে, কাল দিন নয়া হবে, তোমার চোখেতে টের পাই।...পুষি অন্ধ আঁখি, ভোরে জাগা পাখি, বাঁধি সুরের রাকাত। তুমি কি ধরিবে, এ-হাত বাঁধিবে, যদি মিলায় সাক্ষাৎ? সেই সব কথা, ছিলো যথাতথা, বলে কাটাবো প্রহর। তুমিও শুনিবে, এ-সুর ধ্বনিবে, গাবে কীর্তন-আখর। তুমিও জ্বালিও, বংশের চেরাগ, এই মায়ামগ্ন-ঘরে। তুমিও পুষিও, বসন্ত বেহাগ, যতো বৃষ্টি-ঝঞ্জা-ঝড়ে।...ধরে আছি বংশবিদ্যা, আমাকে বাতাও তুমি এমন তরিকা—ম্লান করে পৃথিবীর তাবৎ কুলীন, হয় যেনো সিলসিলা স্বরূপে হাজির। একদিন গীত হবে এ-বংশের বাতুনি জিকির।...আর কি নিদানি থাকি, আর কি বেদীন, এই কর্ণে পশেছে যেই মিরার ভজন? সাক্ষী জ্ঞাতি এই দিলে নানক-কবীর, এ-রক্তে মিশেছে কোন হাওয়ার দূষণ! রচিলে তুলসি দাস বংশবাতি জ্বলে, লালনের ঘর জোড়ে পড়শি বিরাজে। এ-ভিটা কি খালি থাকে, থাকে কি অধীন? জালাল ধরেছে গীত সন্ধ্যা ফানা করে। জগত মজেছে ঘুমে দীর্ঘ চুপিসারে, চন্ডিদাস বিপ্রলব্ধা রাধিকা ভজেছে। সেই সুর ওঠে না কি, সেই সে-বিরহ? দোলে নৌকা নীলাম্বরী আত্মসমাহিত। এ-দিন কাহারে দানি, কে সে তুমি দেবী? ভারতচন্দ্রের পদে দিয়েছিলে বর। রোসাঙ্গ রাজের সভা পদ্মাবতী রূপে, আলাওল আনে বুঝি বংশের ঝলক? আমি এক দীনহীন সভাসদগণে, কী করে কী লিখি আজ রূপের বাহান! লিখেছে অতীত কবি জ্ঞানদাস নাম, সেই বাণী—তুঁহু বিনে আন নাহি জানি, তাহার পদের নামে জানাই প্রণাম।...এ-নাদ তোমার মাঝে শান্ত-সমাহিত, এ-নাদ তোমার নামে স্তব্ধ অনাহত। ত্রিস্বরে বিবাগী মন সপ্তমে বিলায়, তোমাতে বিলীন নাদ ব্রহ্মরূপ পায়। তুমি দেবী ধরো হাত ক্লান্তি-নামা রাতে, আহত বারিষা নামে গম্ভীর বিহাগে।...তোমাকে নিয়ত ভজি চৌত্রিশ প্রকারে, তোমাকে প্রত্যহ গড়ি মন্ময় আকারে। পরমগীতের ধ্বনি এই দেহে বাজে, তুমি কি উছিলা করে এ-হাত ধরিবে? ওহো দেবী পরমার্থ অধমের ধন, তোমাকে জপিতে দিলে মলিন বদন। নিজের চৌহদ্দি রেখে অচেনা ভূগোল, কে দিলো কপালে তোলে এমন আগল? বিদীর্ণ বিনীত ডাক তোমার বচন, জীবন-জীবিকা করে পেয়েছে ক'জন? কাদা-মাঝে হংস যথা—শিখিয়েছো তুমি, কর্দমাক্ত দেহভান্ড যাচে জলাভূমি।...গহন জলান্ধ-জলে হিজল সুরত—রঙ্গের মাতম ওঠে নদীয়ার ঘাটে। আর নি উঠিবে সুর—মদির মন্দিরা কাঁদে—রাই বিরহীনি, কদম্ব তরুর ডাল—হস্তদ্বয় ডুবিয়েছি বাঁশুরির ডাকে। আমারে তরাও তুমি—বিনোদিনী—বৃন্দাবনে আহাজারি নামে! আঁখি যুগলের মাঠে—শব্দাক্রান্ত জ্বরে—বংশের রাখালি করি রাত্রি ঘন হলে।

মোনাজাত : কহে শ্রী ইরম, কুলহারা মন, পদে কি গছিবে হায়! যতনে পরাও সুরের মহিমা, ধরেছি গীতের পায়।

এবার বাঁধবো কিছু সুর তোমার সমীপে। সোজাসাপ্টা পদগুলো আজ পর করে দেই—তার বদলে সাজিয়ে দেই এবড়ো-খেবড়ো চৈত্রদিনের বুকতাতানো পথ, তোমার সমীপে। মন না-ধরলে ওকে তুমি তালাক বলিও, ডেকে ডেকে কণ্ঠ তার বেফাঁস হয়েছে।...তোমার নিকট কে রেখেছে সুর, কে ভজেছে মান? তোমার দোসর কে করেছে হাসি, কে ডেকেছে জান? তোমার চাওয়ায় কে দিয়েছে এমন অমল টান? তোমার গলায় কে দিলো রে এমন বিমল গান? তোমার ডোবায় কে পাঠালো নদী? কে দিয়েছে এমন উপাধি? কে দিয়েছে শস্যমাখা লাবণ্য এ দেহ—তোমার নামের উছিলাতে সুর বাঁধেনি কেহ?...তোমার সহিত কবিতার বুঝি বুঝাপড়া নাই, তাহলে কি তুমি নিয়ে ব্যর্থ এ-গান গাই?...বিদ্যালয়ের মাঠ, তোমার কাছে আসি। পাশের বাড়ির হাসি, তোমার রকম বুঝা দায়। তেরসা পথের বালি, তোমার কাজল বান্ধবীরা এমন করেই যায়?...ধানের জমিন, তুমি আমার প্রাণের প্রিয় সই—তোমার এমন মৌন ভাষা আমার জানার ভয়।...তোমার ঠিকানা আছে? চাকরি-বাকরি? ক্লাশ আছে?...অংকখাতা, পড়ার টেবিল—তোমাকে কি ভুল বানানে গোপন চিঠি কবো?...কে তোমাকে দিয়েছিলো চিঠি? কে তোমাতে দিয়েছিলো উঁকি? তোমার গোপন ডানাগুলো রৌদ্র দিতে চায়? তোমার গালের সূর্যতিল রাত্রি হলে আয়?...ও নিজস্ব, পাড়ার ভিতর পাড়া থাকে বাড়ির ভিতর বাড়ি—ও জানলায় সন্ধ্যা হলে কী যে এতো ফর্সা ডাকাডাকি!...গোলাপ তোমার পুরনো বয়স হলো, তোমার ভিতর কোন বাসনা দেই! ও লাবণ্য প্রেমের বয়স, তুমি না কি কুড়ি হলে? আমার ভিতর আর কিছু নয় দগ্ধ হৈ চৈ!...ও আমি পথের ধুলার পথিক, বনের যমজ ভাই, গাছগুলোকে বিকাল হলে টেবিলমুখী চাই।...আমার বাড়ির গাছগুলো, আমার বাড়ির মেঘ, আমার বাড়ির মোরগ বিড়াল—তোমার কিসের ভেক?...বয়স জমাই ইচ্ছা বাঁধি, তার চুলে আজ সর্বনাশ কে দিলো রে বেঁধে? তুমি বুঝি ভুল বুঝে আজ দূরে চলে গেলে!...ও রঙ্গিলা ঘাসের শরীর, ও রঙ্গিলা হাওয়া—তোমার নিকট আমার কিসের এতো জানাশোনা?—আমার ধানের জমি জুড়ে তোমার বাতাস বয়।...তুমি বৃষ্টি হয়ে এসো, রৌদ্র এলে হাওয়া হয়ে দাওয়ায় বসে নেচো। ও আলতাপরা হলদেটে ঘাস, তোমার বেভুল রাতঘুমে কাল বালিশ ভিজেছে?...তুমি কাতর হয়েছো? তুমি অভাব ধরেছো? তুমি খুব নিরালায় খাতা খুলো চুপ? এরি মাঝে কী যে হাসি রোদে মারো ডুব!...তোমার চুলের মাঝে একশ একটা ঘুণ, চোখের মাঝে...না, দ্বিধার কিছু নাই, তোমার মাধবীলতার কী এতো দরকার?...তোমার শব্দচয়ন পুরাতন ঠেকে? বাক্যগঠন বারোঘরী লাগে? তোমার কোনোই নিজস্ব রঙ নাই? সে তোমাকে দেখে তবে বাউলি মেরে যায়? তাকে তুমি আপন করে চাও?...পড়ার ঘরের মাঠ তুমি গুরুগৃহের ঘাট, তুমি হিজল তমাল খালের কিনার বাঁকাতেরা ঢেউ—স্পষ্ট করে এমন প্রলাপ আর বকেনি কেউ?...তুমি তো তারার মাঝে তারা, তুমি যে জোনাক আলো, মিথ্যে বলে কারা? আঁধার নিকষ চাঁদনী সুবাস সুরেলা হৈ চৈ—আমি তবে এরি মাঝে অন্য কিছু হই?...কথায় কথায় হুল, ডাকার ভিতর ভুল—তোমার আমার কথার কথা কেবলি ভুলটুল।...ঝগড়া করি, তুমি আমি মান করে রই, অভিমানে দুপুরবেলা বিকাল করি, আমার তাতে এমন কী দোষ!...তুমি কেনো সন্ধ্যা হলে ছাদে ফুটে থাকো? বইয়ের মাঝে মুখ ঢেকে অন্য কিছু ভাবো?...তার পৃষ্ঠা জুড়ে মেঘ, মেঘের ভিতর চোখ, চোখের ভিতর নদী, নদীর ভিতর স্রোত—এ-স্রোতে কে বিলি কাটে শান্তি হলে লুটে?...তুমি হাড়ির খবর জানো, তুমি পেটের ভিতর থাকো। তুমি মন্দ ডেকে নাও, তুমি বৃষ্টি এলে জানলা খুলে দাও। তুমি ফাগুন এলেই আমের বউলে গুনগুনাগুন গান—যেমন-তেমন কাব্য করে এই কবিয়াল হারাবে কি মান?...ও কবিয়াল, গানটা ধরো—কাজল ভ্রমর আঁখি, চিঠির কোনায় আর কিছু নয় মৌন আঁকাআঁকি। তোমার বুকের মধ্যে খেলে পাশের বাড়ির ক্ষেত, শাক তুলিতে রাই কি আসে আউলাইল মাথার কেশ? কেশের ভিতর ভ্রমর জোড়া, কেশের ভিতর নীল, কেশের ভিতর তোমার আমার সম্পর্ক মলিন।...মলিনশাখা, কান্না ঝরে রাতে? তোমার এতো বিষণ্নতা স্পর্শ রাখে কে যে! তুমি আমায় বাতলে দেবে কিছু? আমার মাঝে মন্দ থাকা কাল ধরেছে পিছু! মন্দ থাকার পথের ধারে মনখারাপের বাস, তার পাশে আজ কেমন কেমন তুলছে বাড়িঘর; সে-ঘরে যে একা থাকে নির্জনতার সাথে—ভালোবাসা ক্লান্ত হলে এ-তল্লাটে আসে?...এ-তল্লাটে দয়া থাকে, এ-তল্লাটে দোতারা, এ-তল্লাটে সাঁইয়ের বাঁশি আখড়া পীরের থান—বোষ্টুমীর ওই খোলের ধ্বনি করলো খানখান।...ও বাউলা, সুর তুলো ভাই সুনীল বরন দেহ—আমার ভিতর তোমার সুরের জন্ম দিলো কেহ!...শব্দ আমার, বাক্য আমার—তোমার কিসের ডর? আমার ভিতর পদ্য এসে করলো কেনো ভর?...তোমার বিষয় কী যে! চিন্তা কোথায়? জীবন কোথায় থাকে?—সময় হারায় ইতিহাসে ঝগড়াবিবাদ বাদে।...আমার গ্রামের উঠতি মেয়ের দল, আমার গ্রামের কুল বিনাশী ঝড়। আমার গ্রামের উঁকিঝুঁকি স্কুল ছুটির পর, আমার গ্রামেই পদ্য থাকে একলা কুড়ের ঘর।...পদ্য করি পদ্য বাঁধি পদ্য করে গাই, ঘরের পাশে পদের জমি বীজ ছিটিয়ে দেই। ফলন হবে সুরেলা ঢেউ, বাতাস তাহার কেউ—এমন পদের মধ্যে বলো ভুল খুঁজে আর কেউ?...পদ্য করো পদ্য বাঁধো পদ্য করো গান? তোমার ঘরের পদ্যনারী, লিরিকে জান দান!...শব্দ তুমি ফর্সা হাতে শাখা, বাক্য তুমি ফর্সা গালে তিল—মিল-অমিলের মধ্যখানে তার প্রিয় রঙ নীল?...কালিয়ানা ওই কালি তুমি না-দিলে কি লেখা হতো এতো? তোমার খাতার সাদাপাতা ধরতো এমন পিছু?...পাতার ভিতর খুনসুটি আর পাতার ভিতর

আড়ি—আর লিখো না এমন করে ভাঙবে গোপন হাড়ি!...অগ্নি তুমি ভালো, বৃষ্টি তুমি ভালো, ছুটির দিনের আলস্যটা জ্বালা, মনখারাপে ঝাঁটার বাড়ি, কিম্বা মারো তালা।...ও কালিয়া শ্যামের দুপুর, ও কালিয়া প্রেমের নূপুর, ও কালিয়া সন্ধ্যারাতের তারা—তোমার ঘরের আশেপাশে উঁকি মারে কারা?...আমার সময় নাই, আমি শহরবাসী হই, দিন আনি দিন খাই, আমি হারাই যখন খেই—কোন উছিলায় তোমার কথায় নাচবো ধেইধেই?...তোমার জানলা দিয়ে যে-বাতাস ভেসে আসে, তোমার ঘরের পাশে যেই না সুবাস ঘুরে আসে, তোমার বাড়ির কাছে যেরূপ কেমনকরা থাকে—আমি তারে কোথায় বসাই, কোথায় শুইতে দেই?...তুমি বুঝি ঘুমের ভিতর ছিলে? না কি জাগছিলে চাঁদ দেখে? তুমি বুঝি ছাদের আপন বোন, রোজ বিকালে টবের মাঝে ফোটে?...টবের নতুন কুঁড়ি, কুঁড়ির নতুন রঙ, রঙের ভিতর কষ্টধোয়া হাসি—আমি শুধু আর কিছু নয় এরি মাঝে বাঁচি।...বাঁচতে কতো ভাওতাবাজি, বাঁচতে কতো ব্যস্ততা—বাঁচতে কতো বিক্রি হওয়া, এরি মাঝে ত্রস্ততা।...আমি জীবনের কাছে যাই, জীবন আমার কাছে আসে—আসাযাওয়ার পথের ধারে সুরেলা ফুল ফোটে।...তোমার বাগানে কাল কেনো কোনো পাখি করেনি গো গান? কাল বুঝি ওভারটাইমে আটকা পড়েছিলে? কী অসহ্য, তুমি ছাড়া সন্ধ্যা কেনো তোমার ছাদে নামে!...তুমি এমন করে হাসো, এমন করে কাঁদো, এমন করে বাঁধো খোঁপার চুল—তা দেখে কি একটু-আধটু হবে না হুলস্থুল?...দ্বিধার মাঝে বাস করি, ক্লান্তি নিয়ে ঘর—আশার সাথে বিছনা পাতি একলা হলে পর।...তোমার দেহে বৃষ্টি হয়ে যাই, বাদলা হয়ে আসি, তোমার মনে কদম তোলে ঢেউ—সে-বুকে কি ঘোর নিদানে আগুন জ্বালে কেউ?...বালির আঁধার, বালির শরীর, ফুল ফুটেছে তাতে—বালিরাঙা বিকালগুলো একলা কেনো হাঁটে?...বিকালবেলা, বেড়াতে যাবে বুঝি? এমন করে টিপ পরেছো, সিঁথির মাঝে রঙ ঢেলেছো, এমন করে চোখের কোণে কাজল এঁকেছো—ও বইনারি বিকালবেলা, তুই আমারে সঙ্গে করে নিবি? কেউ আমাকে সঙ্গ যাচে না! আমি কেবল এই নগরে পাতার হাসি লিখি।...ঝরাপাতা, তুমি আমার বন্ধু হয়ে যাও। তুমি আমার বান্ধবীকে চাও? না কি ওড়না-পরা রোদ—সেই যে দেখা পথের মাঝে যেদিন ছিলো বুধ?...হিজলপাখি, নালিশ করে কে? তোমার কাছে দুঃখ বলে যে? তুমি আমার খালের প্রিয় সই—তাই বুঝি এই সন্ধ্যাবেলা স্নেহ পেতে রই?...বাঁশের পুরান সাঁকো, দুঃখ কেনো আসে? অশ্রু নেবে কাছে? তোমাকে কি কোনো মেয়ে সত্যি ভালোবাসে?...পুবের পুকুরঘাট, তুমি একা কেনো থাকো? বুবুর প্রিয় জগত কিছু জানো?...কালো বুবু, দুঃখ কেনো করো? —তোমাকে কি উড়োচিঠি কেউ লিখেনি আজো?...বিষয় কোথায়? আগামাথা ঠিক আছে তো? কেনো পড়বো, কেনো পড়বো? তোমার এসব কথাবার্তায় কী আসে যায়?...ভেঙ্গে ভেঙ্গে লেখো, হিসাবনিকাশ ঠিক করে সব লেখো, পাঠক তোমার মনে করে লেখো, ক্রিটিক তোমার পাশে রেখে লেখো—এই যে তুমি এতো লেখো, কার তাতে কী হয়েছে!...দাঁড়ি কমা সেমিকোলন ঠিক আছে নি? বানানটানান, ভঙ্গিটঙ্গি, ছন্দটন্দ, অলংকারে দখল আছে? এই পদে কি আগাম কিছু জন্ম দিবে? ধুত্তুরি, খামোকা এই হিজিবিজি শব্দশব্দ খেলা—এবার না-হয় রোদের ভিতর রোদ হয়ে যাও, হাওয়ার ভিতর ধূলি...এবার সরল কিছু লেখো, এবার প্রেমের কিছু লেখো, এবার এমন কিছু লেখো, এবার তেমন কিছু লেখো, কিন্তু এসে কেউ বলে না একটু ভালো থেকো!...আমি কি লিখিনি সেই ঋণ? আমি কি করিনি সেই ভাব? যে আলো তোমাকে দেয় এমন বিনয়, আমি কি মাখিনি তার সলজ্জ স্বভাব? —এ কথা তোমাকে কেনো বলছি পরবাস? আমি কি খেলিনি রোজ অগ্নিভেজা খেলা? যে-বিনয়ী ছায়া এসে আলগা করে মন, আমি কি করিনি কিছু তার সাথে বাস? —সে-বয়ান তোমাকে কেনো জানাই পরবাস!...এবার আমি অন্যরকম, এবার আমি তোমার থেকে হই অলাদা, এবার আমি আবহমান, প্লিজ কেউ দিও না বাঁধা।...ঘুম, তোমার ভিতর স্বপ্ন কেনো আসে? তুমি কেনো ভাঙ্গলে এমন ত্রাসে? ঘুমের ভিতর ঘুম, ছায়ার ভিতর আমি—আমি কি রে মধ্যরাতে শীতে কেঁপে ঘামি?...চায়ের বাগান, তুমি আমার গোপন কিছু। তুমি আবার লাগলে পিছু! এ শীতে কি তোমার নিকট কেউ এসেছে? হাসতে হাসতে খুব সকালে জড়িয়ে গেছে? কুয়াশাভেজা ঘাসের বুকে মন দিয়েছে অকাতরে? ও বিনাশী চায়ের বাগান, তুমি বন্ধুর বাড়ির নির্জনতা, শীত সকালের গান—তুমি শুধু আর কিছু নয় সুরেলা সাম্পান।...আমার ঠিকানা তুমি জিজ্ঞেস করো না পথ, আমার গন্তব্য তুমি জিজ্ঞেস করো না ছায়া—তোমাদের মেঝোমেয়ে, তার কি সময় হলো? তাহলে লিখতে বলো মায়া।...তোমাকে বুঝি কেউ লেখে না? তোমাকে কি কেউ বোঝে না? তোমাকে বুঝি কিছু একটা বলতে চেয়ে কেউ আসে না? একলা একলা আউটবইয়ে ক্লান্ত লাগে? টিভি দেখায় মন বসে না? রেডিওতে? ক্যাসেট প্লেয়ার বিস্বাদ টেকে? ক্লাশের পড়া রাবিশ লাগে? তোমার নিকট এ-অধমে কী পাঠাবে! —সন্ধ্যাতারা, তাকে তুমি একটা কুশল আমার হয়ে ঠিক পাঠাবে?...আমি তোমায় লিখতে যেয়ে পৃষ্ঠাকে শুধাই—কী কালারে ধরবো এমন ভোর? আমি তোমায় দেখতে গিয়ে চোখকে বলি—কেনো এতো জলের কলরোল?...দীর্ঘ পয়ার কে পড়ে ভাই? একি কথা বারেবারে মন্দ লাগে, পরিমিতি ঠিক রাখা চাই। টানটান ভাব, লুকোচুরি, আড়াল-টারাল আসল বয়ান—তোমার এসব মনে বুঝি নাই?...দীর্ঘ করে লিখছি বলে তোমার কিসের ক্ষতি? ভাঙ্গাচোরা লিখছি বলে তোমার কিসের ক্ষতি? উল্টাপাল্টা লিখছি বলে তোমার কিসের ক্ষতি? —ঘনঘন এমন হলে গা জ্বলে না বুঝি?...আবহমান, তোমার পায়ে এ-অধমের সাষ্টাঙ্গপাত কিম্বা কদমবুসি।

বি.দ্র : না-এলে কবিতা শেষে কবিতাই চাই—এই ভেবে খুলে ধরি কবিতার খাতা, ঠিক যেনো জিতে যাবো ঘোড়াটা বাজির।...সে কি তবে ঘরের লাজুক বউ, ডাক দিলেই যে তোয়াল নিয়ে হাজির? সে কি তোমার গ্রামের উঠতি মেয়ের দল, বিকাল হলেই দল বাঁধে সব ঘাটে? না কি পার্কে বসে বাদাম খাওয়ার দিন, ঢলে পড়া বান্ধবীর ওই কাঁধে?...এত্তো সোজা নয়, ডাক দিলেই কি সকল আদর ঘরের বাহির হয়!?

ধরো সে-রাতের কথা তোমাকে জানাই—মাঘী পূর্ণিমার রাত, খড়ের স্তুপের কাছে জড়ো হয়ে ডেকে আনি তোমার উঠানে এক মেহমান চাঁদ। রাত যতো বাড়ে, ততো বেশি পথ ডাকে, ততো বেশি ডাক পাড়ে বিলের কুহক।...বেরিয়ে পড়ার চেয়ে আর কোনো নেশা নাই, জ্যোৎস্না ব্যতীত কোনো প্রেম নাই মনে; তাই পথ, তাই এই বিলের কিনার, তাই এই প্রশ্ন আসে মনে—কতোটা চন্দনী তবে একজন্মে মানুষ বেঁচেছে? জানি, এ-প্রশ্ন করে না কোনো জাগতিক বাঁচা!...পৃথিবীতে বেঁচে থেকে যা কিছু হয়েছে লাভ—চাঁদ দেখা তার মাঝে নারীর অধিক। আমার নারীতে ঘুম জ্যোৎস্নাপাওয়া রাতে।...ধরো সে-মনের কথা তোমাকে জানাই—আমার সমাপ্তিযাত্রা হয় যেনো পূর্ণিমা তিথিতে, কোনো এক জ্যোৎস্নালোকিত রাতে।...আবারও নদী, আবারও তার শস্যমাখা ঢেউ!—কী নামে ডাক দিলে খুলে যাবে দ্বার, জানাশোনা নাই!...সকলি পুরানকথা, পুরাতন হাভ-ভাব আমার দখলে—তুমি যদি দয়া করে না-খোলো তোমার হাসি, দয়াময় বুক, আমি তবে নয়াকথা কেমনে রচিবো!? এলে জানি নষ্ট হয় তোমার স্থিরতা।...দূরত্ব যেনো বা এক মধুর ক্রন্দন—তোমাতে আমাতে এসে ভর করে থাকে। এসব উষ্ণতা মেখে তবু জানি আমাদের একা হতে হয়, রাত যদি কড়া নাড়ে দু'জনার মাঝে।...এই যে পেয়ারা গাছে ডেকে ওঠে আমাদের প্রিয় পাখি গভীর প্রণয়ে, ভোরের বাতাস মেখে ফেরি করে ডাকনাম তোমার আমার—তাতেও কুয়াশাগাঢ় প্রথম সকাল আমাদের মাঝখানে বসে থাকে কোনো এক নদীর দূরত্বে।...এ-জীবনে যতো নদী দেখা হলো সকলি সমান। পৃথিবীর সব নদী একি নদী, হেরফের আমি তার কোথাও দেখি না। যাবতীয় সন্ধ্যাকাশ এমনি ভাবায়, এমনি রঙের রেশ খেলা করে দূর-দূর গাছের মাথায়। আমি তাই পৃথিবীর একি রূপ সারাবেলা দেখে-দেখে ভালোবেসে ফেলি।...বুঝি না কেমনে গাঁথি তোমাকে আবার। আর তো হবে না যাওয়া! আমার ভ্রমণ সে তো দু'পা দু'পা করে তোমার নিকটে যাওয়া।...বেশদিন লেখা-লেখা খেলা হলো, সময় কাটানো গেলো পৃথিবীতে বেঁচে, নারীকে জানাতে গিয়ে চাঁদের মাহাত্ম্য, ভুল করে গাওয়া হলো মান, সংসার-সংসার করে ব্যর্থ খোঁজা পথের হদিস।...সোজাপথে হেঁটে-হেঁটে ক্লান্ত লাগে, আজ ভাবি—কোনাকুনি পথ ধরে তোমার বাড়ি যাবো। দরজা তোমার বন্ধ হলে দাওয়ায় বসে হাওয়া খাবো, তোমার ঘাটের স্পর্শ নিয়ে, গায়ে মেখে শীতল-আরাম এ-দুপুরে আমি না-হয় বেভুল হবো। জানো তুমি—এই যে নেশার পথ, যা কেবলি তোমার পানেই ছোটাছুটি করে, আমার তেমন এ-বিষয়ে দখল-টখল নাই! কী আর করি—তুমি তাকে মন্দ বলো, ব্যর্থ বলো, তবু তাকে বসতে দিও তোমার দাওয়ায়, হাওয়া দিও হাতের পাখায় চইত দুপুরে যদি ভাবো সিক্ত দেহ ব্যর্থ স্নানে যায়।...এ-রোদ তোমার কাছে থেমে গেছে আজ। ফলে—আমার নিকটে

ছায়া, মেঘাকাশ ভর করে সারাটা প্রহর। আনন্দের গান আমি ধরি না গলায়, অনেকের সাথে মিশে হয়েছে বিলীন। একবার ছেড়ে গেলে আনন্দের সুর আর বাজে না সহজে, তবে বেদনা নিকটে থাকে—সুর হয়ে, গান হয়ে; কতো না আদরে তারা শরীরে জড়ায়। আমি তাই এতো সব রোদদিনে মেঘ দেখি আমার আকাশে—লেখি এই মেঘকাব্য তোমার খাতিরে।...এই পৃষ্ঠা অনাবাদী থেকে যেতো, তুমি যদি বুর দিয়ে রাঙ্গাতে না এ-ঘাটের জল। ভোরবেলা সকলেই আড়চোখে দেখে যায় ভিজা শাড়ি রোদে মেলা, তুমি হবে ফলবতী আসছে আষাঢ়ে। এমন অভাবদিনে এই ঘর ভরে যাবে মানবের সুরে—এ-পৃষ্ঠাকে আমি তাই উৎসর্গ করি তোমার বাড়িয়ে-ধরা ফলবতী বুকে।...এতো-এতো খালিপাতা আমার দখলে! তার কাছে এলে রোজ ভাবনা বাড়াই—আমার বাড়াল বুঝি ফুলশূন্য, ফলশূন্য? এখন মৌসুম তার বীজ পুঁতে দেই।...সাদাপাতা, তোমায় নিয়ে এই যে খেলানেলা, তোমার সাথেই সময় যাপন, বন্ধু ভাবা—তা কি তবে আমার বেভুল মনের খোরাক?...আমি চাই গান হোক তোমার বচন। তোমার হাসির সম উপমা রচিতে আর পারিনি এখনো; আঁকিতে পারিনি বলে তোমার সৌন্দর্য-গাথা গেয়ে যাই গরীবি হালতে—এ-ব্যর্থ ফলন রোজ তোমার চোখের কাছে পরাজিত হলে ভাবি, হলো না বুনন কতো সুদীর্ঘ জীবনে!...এতো যে কবিতা করে বিখ্যাত মানুষ হলো! এ-ফাঁকা পাতাকে দেখে স্নেহাদ্র হই, বেরিয়ে কোথাও যাই বিষয়ের খোঁজে। সকল বিষয় গেছে মনীষার বাড়ি। তিনের অধিক বোন সমান বয়সী ওরা সকলেই হাতকাজ জানে, যতনে সিলাই পোষে; রুমালে বিষয় মেখে এঁকে দিলে ন্যাপথলিনের ঘ্রাণ শৈশব হারায়।—আচ্ছা, তাদের বাড়ির পথে গাছ ছিলো, কী যে তার নাম! তাকে নিয়ে কেউ কি লিখেছে?—তাহলে বিষয় আছে মনীষাদের গাছের ছায়ায়। দুপুরবেলার ঘুম একখাটে গড়াগড়ি খেলে বিষয় বেরিয়ে আসে সমান বয়সী ওরা তিনের অধিক বোন, অধিক নামতা।—তাহলে বিষয় আছে, তাহলে কবিতা হোক তিন বোন, উঁকি-মারা দুপুরের ঘুম।...বিষয় এখানে এসে হারানো ছবির মাঝে চুপ করে লুকিয়ে থেকেছে। বেশকাল পর দেখি আমার টেবিলে ফের খুলে দিচ্ছে স্নেহ তার, দয়ার শরীর—আমি তাই যত্নে আঁকি এইভাবে তোমাকে অধীক।...আমি যাই, তোমাকে জাগাতে গিয়ে চাঁদ পেয়ে যাই—এ-মনেতে বাঁধা, পালাই পালাই। প্রকৃতি পেয়েছে যাকে ঘর তাকে বাঁধে না সহজে, নদীর সহজ ডাক যে শুনেছে মোহনার বাঁকে—নারীর কুহক ডাক তাকে কি বাঁধিবে? নদীর নামের মতো আর কোনো নাম তাই বাজে না এ-মনে, প্রতিটা নদীর নামে তাই আমি সুর করি তোমার ভজনে।...তোমার নিকট কী জানাবো? সময় থাকলে লিখো।—তোমার নিকট থাকলো জমা আমার অভিমান। ক্লান্তি লাগে, একলা লাগে—আমি তবে কোথায় যাওয়ার পথটি খুঁজে নেবো? পান করেছি গাছের নিকট সবুজ-সরল ব্যস্ত কোলাহল, বনের নিকট কী যেনো চাই বুঝতে পারি না—তবু জানি, নদী আমার সকল কিছু চাইতে জাগে ভয়। আজ কি আমায় ভর করেছে তোমার কালো চুল? হয়তো আমার ভুল। আমি তবু ঠিক জানি না কেমন করে তোমায় জানাই সঠিক মনের কুল!...জনপ্রিয় গানসম তুমি বেশ অল্পদিনে বিস্মৃত হয়েছো। যখন নিকটে ছিলে, বেশকাল মাখামাখি ছিলো; তারপর নতুন সুরের মাঝে এ-সুর বিলীন হলে ভুলেছি সকল কিছু আনন্দ হুল্লোড়ে।—এ কি তবে প্রেম ছিলো, না কি সুর বিগত, পুরান?...তোমাকে কাজের শেষে সংকেত পাঠাই। দূর থেকে তোমাকে অভাব বলি। তুমি তবে জঙ্গল শোভায় জানি বিলীন সবুজ—এরকম কথা শেষে তুমিও কি দূরত্ব বাড়াবে? দূরত্ব আমাকে বড়ো খাটো করে, এতোদিন হাঁটুভাঙ্গা দ যেনো এঁকেছি স্লেটে—শৈশব আনন্দে ঠিক কতো না আদরে!—এই বার থুথু ঘষে হবে কি বিলীন?...বেশরাত স্বপ্ন এসে ঘুম নিয়ে যায়। আমি তাকে গেঁথে ফেলি মনের শরীরে। সারাদিন সে-তো হায় মাথার ভিতর এক রাজ্য গড়ে তোলে—দিনেও কি আসে ফিরে হেঁটে-হেঁটে ক্লান্ত হলে পাড়ায়-পাড়ায়? একদা খোয়াব এসে ভালো করে ঘুম দিয়ে যেতো, একদা ভোরের ঘুমে স্বপ্ন এসে চুমু খেয়ে নিতো, আর দিন হয়ে যেতো ফুর্তিময় রঙিন আবেশ।—এ-কথা লিখেছি বলে দিন আজ ফিরে যাবে না কি সেই ঘুমভরা রাতে!?...সারাদিন বৃষ্টি হলো, এখন আবার রোদ—তবু এ-বুকের মাঝে কিসের বিরল ঢেউ!?—তা জানি না রোদকে জিগাও। সন্ধ্যা সে কি পর? একটু সময় হাতে রেখো আসবে খানিক পর। তাকে না-হয় জানিয়ে দিও তোমার মনের গতি, সে ছাড়া কি তোমার মনের খবর জিগায় কেউ!?—তুমি এমন করে বলো, এমন ভাষায় জানাও গোপন আড়ি, আমার কী আর সময় আছে রোদকে বলি—চলো? মনের জোরে পাড়ি দিয়ে তোমার কাছে আসা, পথকে অপথ যতোই পেলাম বাঁধি তবু এই নিরালায় নির্ভরতার বাসা। এ অভাগা আর কিছু নয়, দিতে জানে তোমার সনেই আড়ি।...পূর্ণাঙ্গ কবিতা তুমি, অসমাপ্ত চুমুর বেদনা। ম্যাপ দেখে স্থির করি এ-শহরে তোমার বসত। মুখস্ত স্থিরিত হলে যাতায়াত বাড়ে শুধু সেসব পাড়ায়, যেখানে রোদেরা হয় উঠতি বয়সী, কোমল বাতাস কিছু যার মাঝে লুকানো রয়েছে। তাই বড়ো বুকে বাজে অচেনা আঘাত। এক নির্বাসিত ক্রন্দন এখানে আছে। কিছুই করার নাই, তাই এতো তাকে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে ফেরা রোজ গুহার ভিতরে।...পেটেভাতে জীবন যাদের যায়, জীবন কেটেছে যাদের পেটেভাতে—সেই মতো চলে যেতো যদি এই বাকিটা সময়, তাহলে রোদের রঙে ঘরহারা হতো না এ-মন। গান শোনে, সুখি সুখি ছবি দেখে ৮টা-৫টা করে, রাত যদি নেমে যেতো চায়ের টেবিলে—তাহলে এমন সুর ব্যথা হয়ে লিরিক হতো না। কতো না ভালোই হতো! খেয়েদেয়ে একঘুমে জীবন বাহিত হতো জীবনের তরে—কেনো এতো রঙ এসে জড়ালো জীবনে!?...সময় খরচ করি ভুল ভাবনায়। কোলাহল বেশকাল আমার নিকট থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। পুরান ঘড়িটা এসে থেমে গেছে। সময় এখানে স্থির। বেশ কাল তার কোনো স্পন্দন বাজে না।

এই তাকে দেখে ভাবি, সব কিছু নষ্ট হলে থেমে যায়। নষ্ট হওয়া তাহলে কাজের কথা, মন্দ কিছু নয়!?...আলস্য বেদনা দুই যমজ কিশোরী। মাখামাখি করে তারা একি সুরে, একি বেদনায়। তাদের হাসির বাগে সন্ধ্যা বড়ো ভেসে আসে প্রবাহিত সুরে। সরলতা নিয়ে আসি, দেখি তার আচানক রূপ। আমাদের ঘরে সময় কেটেছে তার দুঃখ ঠেলে, আপন ঘরের মেয়ে; বলি তাকে—দুঃখবতী হও, সরলতা তোমাতে আমাতে যেনো স্থির হয়ে থাকে।...সমান বয়সী চাঁদ কোথায় ফুটেছে! চন্দনী নিকটে এসে পাখা নাড়ে রাতের বেলায়। দিনে সে কোথাও ছিলো, কিছু কিছু পাই টের, তার গন্ধ নাকে এসে লাগে। এলাচ দানার ঘ্রাণ টের পেলে বুঝি সে-তো রান্নায় ছিলো। কী মাছ রেঁধেছো আজ, সে কি তবে ডিমে-ভরা পুঁটিমাছ আশ্বিনের রাতে? তাকে আজ বাটা পান সাধা হলে না-হেসে কি খুলে দেবে বুক? সমান বয়সী বলে দুজনেই শুয়ে থাকি, একি খাটে ঘুমে পরস্পর।...কতো না লিখিত হলো চাঁদ তবু সে তো পুরান হলো না! বেশকাল ভাবি তাকে দূরের আত্মীয়, কিছুকাল ডেকে আনি ঘরে, তবু তো সে বহু হাতে মলিন হলো না। কালরাতে চাঁদ দেখে বউ বউ লাগে। উৎসব কোলাহলে পালিয়েছি নিজের ভিতর। কোথা থেকে দয়াবান মেঘ এসে বাঁচিয়েছে আব্রু তার—এতো যে উৎসবে সে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু তো সে কোলাহলে বেজার হলো না!...আমাকে ইয়ার রূপে মান্য করে চিরল হলুদ পাতা। আমি তাকে বান্ধবীদের গোপনসম ভাবি। আমি তাদের নিত্য মানি বর, শিরিষ শিমুল যে-তল্লাটে বাড়ায় সুবাস একলা ঘাটের পর।...আমার এ-ঘর থেকে একমাত্র কামিনীর গাছ দেখা যায়, দেখা যায় প্রশান্ত আকাশ আর তোমার জানলা। যে-দিন হাওয়া ফোটে, আকাশ জুড়ে মেঘের দেখা নাই, বুঝি তুমি বাড়ি আছো। আজ হলো জানলা খোলার দিন।...একটি পায়রা আজ নিকটে এসেছে। তারে আমি খুব করে দেখে নেই। ছায়ার ভিতর সে যে ছায়া হয়ে আছে! বিলুপ্ত ধ্যানীর রূপ পড়ে তার চোখে। আমি তাই ঘাড় উচু লাবণ্য দেখেছি, তার মাঝে এই বেলা পড়ন্ত বিকালে। দূর দেশে পায়রা ওড়া আনন্দিত হয়—এই বাক্য লেখা হলে, এই পাখি উড়ে যাবে না তো! আমি তারে হুঁশ বলে আঁধারে পাঠাই।...রহস্য কোথাও নাই। রহস্য বালকবেলা শীতরাতে ক্ষোয়া গেছে কোনো এক অনভিজ্ঞ হাতে। সেই থেকে রহস্যের খোঁজ নিয়ে যায় দিন।—তাহলে কেমনে লিখি তোমাকে আবার!

শেষকথা : অবসরে দেখা হলো বাহারি চিংড়িদের নৃত্যপ্রিয় মুখ, সমুদ্র গভীরে।...এই দিন রোদময়, দেয়ালে সময় ডাকে—দিন যায়! চাই যেতে। কোথাও যাওয়ার নাই, তাই এই সময়শব্দের নিচে চাপা পড়ে রোদের মহিমা!...অর্থ খুঁজে অধির হয়েছি জীবনের, তবু তার কাছাকাছি হতেই পারি না!...হয়তো সময় হলে আমি তারে পেয়ে যাবো ঠিক—পেয়ে যাবো ঠিক!?...যে-জঙ্গলে পথ ভুল হয়, তাকেই কেবল বিশ্বস্ত জঙ্গল মনে হয়।

বিদেশী ভাষাকে আমি আমার জবানে আনি কতো না সাধনা করে! ভুল সুরে, ভুল বাক্যে মাঝেমাঝে সে বড়ো মধুর হয়! সাবধানে কই কথা এখানে-সেখানে। তবু ভুল, তবু যতো নিয়ম পতন—ঠিক এই লেখা লেখা খেলার মতন। আমিও বেজেছি কিছু তৈরি করা সুরে। তারপর নিজ সুর ধরা দিলে সাধনা করেছি বেশ, তাই তাকে মাঝেমধ্যে কাছাকাছি পাই। আমাকে করো না তুমি পথের ফকির। বেশকাল তার ঘর করি বলে কবিতা যেনো বা বেশ খাতির করেছে, যাতনাও দিয়েছে অঢেল—নারীরা যেমন। দূর থেকে যাকে দেখে রোদ মনে হয়, নিকটে এসেছি বলে দেখে ফেলি ছায়া—শব্দেরা এসব রচে জীবন দেখায়; ফলে হিসাবের মাঝে বেহিসাবি হয়ে আজ রচনা করিতে চাই যতো সব জঞ্জাল মধুর।...বিদেশী সংগীত শুনি, সুর বুঝি বেদনা বুঝি না। টের পাই—বেদনার রেশ কিছু লুকানো রয়েছে এই সুরের ভিতর।—পৃথিবীর সকল যাতনা তবে একি সুরে গীত হয়, আঁকা হয় একি রঙ মনোরম টানে! বেদনার পরিভাষা এর মাঝে লুকানো রয়েছে, তাই এই রোদভরা দুপুরবেলায় চিরল ছায়ার নিচে সুর মাখি ব্যথার নীতিতে। আজ ভাবি, সুর যায় বেদনা যায় না—এ-কথাটা লেখা হোক বঙ্কিম-রীতিতে।...তুমি শুধু বেদনা বলেছো, তবে তার ঠিকঠাক কারণ বলোনি। এ-সুরে ভাবের রেশ টের পাই, আকুলতা ঠিকঠাক বুঝে নিতে পারি। যদিও হয় না জানা, কথা তার ভিনদেশী, সুর তবু আত্মীয় লাগে—এমন সুরের টান ভুল হতে পারে না কখনো!...আনন্দের গান বেশ কাল শোনা হলো, তবুও বিরহ ভালো। তাকে ফের শোনে শোনে হাহাকার বাড়ে।—সকল বেদনা তবে গীত হোক ঘরে ঘরে, নিজস্ব অনলে।...তোমাকে জাগাতে গিয়ে মনে হলো আজ—বেশকাল বাস হলো একি ঘরে, ছাদের তলায়। অভাবে স্বভাবে কতো ভোর এলো, সন্ধ্যা গেলো; তোমাতে-আমাতে কতো রফাদফা হলো, ভালোবাসা হলো কতো গোপনে গোপনে। তারপর মান এসে উঁকি দিলো আমাদের মাঝে, আবার পালালো দূরে—এই করে বুঝা গেলো, তোমাতে-আমাতে বেশ ভালোবাসা আছে।...এতো যে জড়িয়ে থাকো, এতো যে জড়াও—কী এমন দিতে পারি এমন অভাবে!? আমিও পারি না ক'তে—পারলে তরাও, নিজেই হয়েছি ফতুর কী এক স্বভাবে! এতো যে গোছাও ঘর, এতো যে গোছাও, কী করে তোমাকে বলি নিজেকেও তাই—এবার স্বপথে আসো, নিজেকে বোঝাও! একথা বলে কী লাভ যদি তার সমাধান নাই!? সে এক ছোঁয়াছে নেশা তোমাকেও ধরে, আমাদের ছাদ তাই বিনা ঝড়ে নড়ে।...নারীকে হলো না লেখা, নদীকে তেমনি! নিসর্গ দুয়ারে এসে রোজ বসে থাকে। শিশুরা পাঠায় রোদ ছুটির সকালে। এ-জীবনে দেখা হলো যতো না বিস্ময়, তারও চেয়ে কঠিন বিস্ময় জানি তোমার গভীরে। শব্দেরা সকলি যেনো তোমার বিড়াল, লেজ নেড়ে উঠে যায় কোমল কাঁথায়। জানি

না কেমন ঢেউ পুষে রাখো বুকের ভিতর; না কি রাখো দুধবাটি যাদুমাখা হাতে?...এতো যে লিখিত হলো, জ্যোৎস্না তবু লিখে যেতে কলম অধির। এর কোনো মানে জানি তুমি করে নেবে, কান্তজি মন্দির হলে তোমার শরীর।...কবিরা কতো না করে তোমার তুলনা! দেবী দেবী বলে তারা কণ্ঠে তুলে বিষ। কেউ বা তাতেও রাখে ধুতরার নেশা। কতো না সৌন্দর্যগাথা গাওয়া হয় গরলে-বিরলে, সহজে গভীরে কতো তুলনা তোমারি! অধমের কী এমন অপরাধ, সবে তো একটাই কথা—হাসিতে যে-তুমি এতো পটিয়সী, এ-কথা লিখার চেয়ে গাঢ় কোনো মাহাত্ম্যকথা এলো না এখনি!...একটা গজল আমি পেশ করি তোমার সমীপে—যদি অনুমতি পাই, যদি সাহস জোগাও, লাই দিয়ে আঁচলে জড়াও। যদি ফুসরত মিলে, মিলে না সুযোগ। যতনে গুটিয়ে রাখো তোমার সম্ভ্রম। এমন গোপন করো চাঞ্চল্য তোমার, যেনো আমি টের পাই নিরাপদ দূরত্বের দাগ। একটা কবিতা বাঁধি—যদি অনুমতি পাই। তেমন করার কিছু জানাশোনা নাই, আর তো দেবার মতো কোনো ধন নাই। একটা সুরের রেশ তোমাকে পাঠাতে তাই জীবন কাটাই। একটা বয়সে এসে এরকম পদ্য করা যায়। আমার বয়স জানি বাড়ে না তোমাকে ঘিরে, তাই এই ভুল সুরে পদ গাই তোমার সমীপে। এভাবে কাঙাল হতে বাঁধা নাই, সুন্দরে প্রণতী মানি প্রাণের অধিক।—এরকম বলাটা কি অন্যায় শোনায়? তবে তুমি জানাও শাসন। তোমার যুগল ভাষা আমি বুঝি নাই। নতুন সকলি যতো তোমার সমীপে রাখি। তুমি তারে যা-ই করো অবহেলা করে যেনো সতীন ভেবো না।...আশ্চর্য সরল চোখ তোমার রয়েছে! যেখানে সাঁতার কেটে বেভুল হয়েছে কতো আত্মভোলা মাছ। এ-খবর তুমি তো রাখো না জানি, রাখি আমি—তাই চেয়ে থেকে থেকে এই বেলা হাছন হয়েছি। গোপনে গোপনে কতো ডুব দেই এই জলে, তুমি তার বেশবাস কিছুই জানো না। লুকিয়ে থেকেছো বলে এমন হয়েছো—এ-সত্য সকলেই জানে। আমি তবে এর মাঝে সন্দেহ জড়াই। পুরনো বন্ধুর মতো সে তো বড়ো সন্দেহ প্রবণ।...এমন তুষার হলো, শ্বেতভালুকের ভয়। শিকার মিলেনি কতোকাল! ধনুকের জ্যা করিনি টানটান। গুহার ভিতরে বসে পশুর উচ্ছিষ্ট তেলে জ্বেলে রাখি মায়ার প্রদীপ। নিবু নিবু হাওয়ার কারণে, তেলের অভাবে—এমনি তুষার-ঝরা দিন, আগুনে আগুন ঘষি সময় মিলে না! যা কিছু ট্যাটেম-ট্যাবু, গুহার প্রাচীরে সকলি হয়েছে আঁকা—তবু আজ আমাকে দেখেই কেনো পালায় হরিণ!...একদা দেয়ালে আঁকি রেখাচিত্র তোমার মুখের। বড়ো মায়া লেগে আছে প্রত্নচোখে, সেই মুখে, নৃতত্ত্বের শ্রেনীকক্ষে; সহবইয়ের পাতায় পাতায়। তারপর গড়েছি আদল যত্ন সহকারে, কাদামাটি ঘেটে—কতো সরলতা ফুটে আছে এই দেহে, ধর্মগ্রন্থে, মন্দিরে চাতালে। এভাবে একদা তুমি ইজেলে ফুটেছো খুব! তার পর স্থিরচিত্রে, সচল ফিতায়। এখন কবিতা করি, শব্দ দিয়ে ধরে রাখি সেই মুখ, মায়াময়, কোমলতা, আরো কিছু সরল সুন্দর।—তবুও আমাকে দেখে পালায় কেনো যে আজ সকল আদর!...একমাত্র ভাতগন্ধ নাকে এসে বারবার বলে গেলো—ডালভাতে জীবন যাপন করে মানুষ তবুও কিছু অমর হয়েছে। সব থেকে ভাত সত্য, আমার সকাশে তাই ধানগন্ধ ঘুরেফিরে আসে।—আজ দিন ভাতস্বপ্ন নিয়ে তবে হাজির হয়েছে!?...মানুষ কতো না করে! একটা হাঁসের পাখা ঝারা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। যতো জল ঝরে পড়ে তারও অধিক কিছু মুগ্ধতা ছিটায়। তাই এই দীঘি-জল, তাই এই খালের কিনার—দিনশেষে এতো করে আমাকে টেনেছে!...আজ ভোরে জেগে দেখি রোদময় সকল আকাশ।—কোথাও পাখির গান শুনেছি কি? মনে নাই। ঘুমের ভিতর কোনো পাখি এলে ঘুম তাকে আলাদা করে না। তাই বুঝি মিশে গিয়ে সকাল করেছে। ডাকেনি ঘুমের পাখি ভোর হলে প্রিয়তর সুরে।...পাশের গোলাপ গাছে যে-পাখিটা এই মাত্র নৃত্য করে গেলো, সে আসে এমন করে প্রতিদিন এমনি সময়। তখন গোলাপ পাখি হয়, হলুদ হলুদ পাখি। পাঁপড়ি ছড়িয়ে তারা গান করে নাচ করে শাখায় শাখায়; পাখিও গোলাপ হয়, উঁচিয়ে জানায় বুক—ফুটেছি হলুদপাখি, পাখিফুল, ডালে ডালে হাওয়ায় হাওয়ায়; বাতাস এলেই দেখো গেয়ে উঠি শান্ত গরিমায়।—পাখিফুল, ফুলপাখি, কোন নামে আজ তবে দৃশ্য রচিবো? তোমার মনের গতি জানাশোনা নাই।...আজ কোনো বিষয় আসেনি ছুটে আমার দাওয়ায়। বলেনি সে—আমাকে রচনা করো রক্ষিত কৌশলে। যদি তুমি অপারগ হও তবে ব্যর্থতা জানাও, এও এক লেখার নমুনা হবে কখনো অভাবে। আমার তল্লাটে কতো সুর একদিন এসেছিলো। এরকম সকলের কাছে একবার আসে তারা—ফিরে যায় এমনি সময়ে ঠিকঠাক না-তাকালে, আর তাই একি ঘোরে এই কথা লিখিত আগেও। সকল ব্যর্থতা ঠিক এই রূপ হয়ে থাকে বলে, যথাযথ বুনে যাওয়া জীবনের জাল ভুল হয়। সঠিক সুতার বান পড়ে না তো সঠিক নিয়মে, তাই বড়ো হাহাকার বাজে এই কাহিনী বয়নে। যে-সুরে আসক্তি ছিলো, যে-সুর এখনো আছে স্থির—তার মাঝে ব্যর্থতা বেদনা হয় কতো না অধীর!...এই পদ রোদ নিয়ে রচনা করিবো বলেছি তো! আজতক কথা দিয়ে করি নি কথার অপমান। তাই রোদ আমার বিষয়, তুমিও কিছুটা তাই—যে-তুমি রোদের মুখ মেঘ দিয়ে আড়াল করেছো। আমি রোদ বাসি তাই হাওয়া বড়ো কঠিন বেজার। যখন-তখন তারা বয় ঠিক উলটা স্বভাবে। এ তবে হাওয়ার গান, রোদের কথায় তারা লুকিয়ে থেকেছে ভিড়ে প্রত্নসুরে প্রত্নবেদনায়। বেদনা আবারো এলো চুপচাপ লেখার ভিতর। তাই ভাবি, রোদ-হাওয়া বেদনা-যাতনা সব এই পদে এসে গেলো, কিছুতেই সরানো গেলো না। তোমাকে কিছুটা তবে এর মাঝে রেখে দেবো না কি!? এই রোদ লেখার বিষয় ঠিক তোমার মতোন, বেসেছি নীরব ভালো, খালি খালি হয়নি যতন।

P.S. তুমি যদি লিখতে চাও লিখো। আমার ঠিকানা সে তো পথের বালিও জানে। পৃথিবীতে একটাই গ্রাম, যার পথে কদম ফুটেছে—লিখে দিও তার নাম কর্দমাক্ত পথের

প্রযত্নে।...সাং পরগনা তোমার বিধিত। জানা আছে ডাকঘর। গেলো শীতে না কি তার আগে, ঠিকঠাক মনে নাই, লিখেছি কুশল কিছু ঠিকানা সমেত। খামোকা ভেবো না। ডাকপিওন ঠিকঠাক পৌঁছে দেবে। ভুলেও ভুলে না সে সরল অপেক্ষা সেই বাঁশের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নামাজ শেষে পাঁচওয়াক্ত কোন সে বিরহীনি মা, ছেলে তার পথ হারা, আঁধার শিকারি—তার হাতে পৌঁছে দেবে তোমার বারতা।

Please be ready to give up this seat if someone needs it more then you do. — Travel West Midlands, UK.

বিজয় আমাতে এসে ভর করে আজ এই বাসের ভিতর। আমি তাই সুন্দর পৃথিবী দেখি অবাক নয়নে। মৃত্যু কতো না নিকটে থাকে যেনো আমার যমজ, শুধু তারে দেখি নাই ভুল করে নিঃশ্বাস ভরে!

বিগত পৃষ্ঠায় আর চোখ রাখা হয় না যদিও, তবু ভাবি—একদিন ফুসরত পেলে দেখে নেবো ফের এই লেখা-লেখা খেলা। তখন না-হয় কিছু কাটাকুটি করা যাবে, যেমন কবিরা করে অমর কবিতা রচে তৃপ্তি সহকারে।

যদি দেখা পাই, জানি ঠিক—সকল পাতায় পুনঃ গীত হবে তোমার মঙ্গল।

নিজের কুশলকথা লিখে লিখে বেশকাল গত হলো। এবার এসেছে দিন অনাগত। সেই মরমী বেদনা যদি গীত হয় আবার আমাতে—তবে কি সম্পাদনায় মেতে যাবো পাতায় পাতায়?

জানি ভুলের ভিতর শুধু ভুল হয়ে ফুটি।

কবে যেনো চিঠি চিঠি খেলা করে বাড়িয়েছি অযথা বয়স! পুনরায় লেখা হলে সেই রঙ তাতে আর পাবো না কখনো—এই ভেবে চিঠি লেখা কম করি। থেমে থেমে মনে রাখি পালিত ক্রন্দন। এ কেমন নির্জীবতা কড়া নাড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়!

বাতাস বাহিত হয়ে তুমিময় ঘ্রাণ সমূহ নিকটে আসে। নতুন শব্দের রূপ না-লেখা পাতায়। আমি তারে ভাব জ্ঞান করি। আজ ট্রেনযাত্রা মনে করে পদমুখী হই। এই সব আমাদের দিন, গাছে গাছে কাহিনী ছড়ায়।

ঘরেতে বসে না মন—এরকম পুরান কথাই আজ না-লিখে কি পারি?

এই যে সমস্ত দিন বসে আছি দরজা ভেজিয়ে, বাইরে রোদের রেশ গায়ে এসে লাগে। বাতাসের ধাপাধাপি স্পষ্ট পাই টের। ডাকিছে অচিনা পাখি ছাদের ওপর। কোথাও যাওয়ার নাই। যারা ছিলো কাছাকাছি, তারা সব ঘরে বসে সংসার পুষেছে। আমিও কি পুষি আজ বিরুদ্ধ আড়াল?

কোথাও টিকে না মন। ভোর থেকে উচাটন বুকে এসে বিঁধে। মানুষ কী করে এতো সহজ থেকেছে! সহজতা ঘুমে আসে, নারীর ছায়ায় বসে চুপিসারে কিছুকাল সময় বাহিত করে উধাও হয়েছে।

আজ দিন কোথাও গেলো না। সারাদিন তারা গুণে এইমাত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছি। বিনাশী প্রহর এসে জানায় কুশল। পর্দা টেনে রাত আনি, পর করি দিনের সুবাস।...ওপারে রাতের ডাক আমাকে টেনেছে।

এরকম পুরান কাহিনী লিখে তবে কি মনের মাঝে স্থিরতা রচিবো?

মোনাজাত :

আজ ঘষামাজা করে ফিরিয়ে এনেছি কিছু ঘরের মাধুর্য।

সংসারে কবিতা পড়ে ডালভাত মরিচের মাঝে হারায় লাবণ্য। তাকে বাড়াল তাড়ানো সুরে বেঁধে রাখি। যদি কোনো দিন ডাক দেয় নিজস্ব জবানে।

পৃথিবীতে ঘর এক আশ্চর্য সুন্দর—যদিও বেপথু মন, বা'রে মন ঘরের অধিক।

উৎস

এ-খাল আমার আলাভোলা ছোটমামু, ডিঙ্গি বেয়ে যে আসেন মাকে নাইওর নিতে লাল রাতা হাতে করে স্নেহের মানুষ।...এমন বিষয় ছিলো একদা আমার!

আর আমার সাক্ষাৎ নানী, যার ছিলো ভোরের আদত—প্রত্যহ ফজর শেষে বড়শি বাইতে নেমে আসতেন খালের কিনারে, জারা জামিরের বন থেকে হাওয়া যেই নিয়ে আসে সৌরভ অরূপ।...আমিও কি ঘুমচোখ ধুয়ে নিতে তার সঙ্গী হইনি কখনো?

এ-পদ আমার আলাভোলা হুরুবেলা, ঠিক যেনো ছোটমামু—যে সংসারী নয় আজো, তাই বড়ো পথের স্বভাব।

স্নেহ

শুধু একটা দুপুর আমি খরিদ করতে চাই যাবতীয় বেদনার রসে। একটা পালানো রোদ জানলা সুদ্ধ বসে পড়ুক হেঁসেলে। আমি নয়া ভাতে পিঁয়াজ সমেত ভুনা তেলের অসীম স্বাদ মেখে হাত-মুখ মুছে নিতে চাই তোর স্নেহের আঁচলে।

—আপা রে, তুই কেনো সুস্থতা হারালে!

মিনতি

রাগ হচ্ছে
ওই পাখিটিরে কে তাড়ালো আজ
সে আমার মইজি বাড়ির উড়া-পাখি
তার তরে কতোটা কাল দাওয়ায় বসে রৌদ্র মাগি

ও আমার ছুটিবার
ওই পাখিটিরে তুমি একেলা আকাশ দিয়ে দাও

পাখা তার কে ভেঙ্গেছে
কে তুলেছে হাত
তার কপালে হুরইনবাড়ি, অভিসম্পাত নাও

ও আমার ছুটিবার
ওই পাখিটিরে তুমি অনন্ত আকাশ দিয়ে দাও।

আদিপুস্তক

আজকাল ঘনঘন ভাবি—সহজ-সরল স্বাভাবিক কিছু লিখি, যেনো তাতে পদ্য-পদ্য গন্ধ না-শোনায়। আমার খায়েস তাতে হার মানে। লাফিয়ে-লাফিয়ে তারা কবিতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় ঠিক, যেরূপ শব্দেরা শুধু নারীর নিকটে গিয়ে ভিক্ষা মাগে, রূপ-রসে জারিত হবার রোজ বাসনা জানায়। তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারে না বলেই আরো কিছু অস্পষ্টতা তাতে জুড়ে দেয়, যেমন সকল তুমি করে থাকো নিজের বেলায়—তবে কি সরল কিছু লেখা হবে না কস্মিনকালে? এ-অধম বারবার কী যে গোলক ধাঁধায় ব্যর্থ হয়ে যায়!...আজকাল ঘনঘন তোমার চোখের মতো সরল সৌন্দর্য কিছু রচনা করিতে চাই—হায় আল্লা, এমন প্রার্থনা কেনো বিপথে হারায়!

মুগ্ধতা

ভেড়াপালক তরুণীর টেবিলে ওয়াইনের বোতল খুলে দিতে-দিতে দেখি—তার গায়ে লেগে আছে অবশিষ্ট ভেড়া শাবকের লোম। সে হাসছে ঠোঁট কাঁপিয়ে, ঝরছে খড় আর বিছালির ঘ্রাণ। ও কৃষককন্যা—আমি দূর দেশে থাকি, তোমাকে কি নিজনামে প্রণতী জানাবো?

গল্প

সেই সোজাসাপ্টা গল্পটা এবার বলা যেতে পারে। তুমি বিশ্বাস করবে না—রাতের অন্ধকার সরিয়ে মেয়েটির পা দু'টি জোনাক হয়েছিলো। আমরা যারা মাধবকুণ্ডে পতিত জলের স্বরূপ দেখতে যাই, পুরনো পাথরখণ্ডে প্লাস-মাইনাস লিখি—তাদের কাছে গল্পটি আবার রাত নয়, দিন মনে হবে। তাহলে এমন ভুল হয় কেনো? তাহলে কি মেয়েটির বুক দিনের বেলা রাত্রিকালীন জোনাক চেপে রাখে!...বিশ্বাস করবে না—মেয়েটির চোখের ভিতর নেচেছিলো সর্বনাশা স্রোত! আমরা যারা জাফলং গিয়ে পাথরনুড়ি মর্মে গেঁথে আনি—তাদের আবার পিয়াইন নদীর ঝুলন্ত সাঁকো মনে হবে, কিন্তু এ-তো মেয়েটির গলার কাছে উঠে-যাওয়া পুলসিরাতের ডাক।...বিশ্বাস করো—আমরা কতোজন মেয়েটির পায়ের নিচের মুথাঘাস হতে চেয়েছিলাম!

গল্প-২

একদা এক বালিহাঁস ভেবেছিলো—লেকের ঘোলা জলে কোনো এক সমুদ্রকে ডেকে এনে পরাজিত করে দেবে। ভেবেছিলো নিজেকে সে—সুখ সাগর মে হাঁস...
তারপর
কতো কতো শীত এলো
গ্রীষ্ম গেলো
পাতারা ফসিল হয়ে বাড়ালো জঞ্জাল।
একদিন হঠাৎ সে জেগে দেখে—কাদায় তার পাখনা বিঁধে আছে, আটকে আছে পা থকথকে ঘৃণার কাদায়...

সেই থেকে পরাজিত বালিহাঁস কাদাসিক্ত জলে আর সমুদ্র খোঁজে না...

পানিনিদ্রা

কাজ নাই—সকলি অনর্থ ঠেকে, বসেবসে মিনতি জানাই : পরাও নীরব ধূপ অধমেরে, বেদনারে পর করে দেই...একবার বেদনার লগে কথা কাটাকাটি করে বেশদিন ঘুমিয়েছিলাম পানির তলায়। লোকে বলে পানিনিদ্রা সেই থেকে শরীরের বর্ম হয়ে আছে...ছাল উঠে পরে আছি পঙ্কিল পোশাক...এই পোশাকের তলে কতোদিন বাস করে, কতো কৌতূহল বিতাড়িত হলে কাজহীন থাকি...মাছের আঁশের নিচে তৃষ্ণা মেখে বনবাসি হই সমুদ্র গভীরে...সমুদ্র-জঙ্গল কতো মনরাঙ্গা হয়—রাঙ্গারাঙ্গা লতাগুল্ম, বাহারি জীবন...সেখানেও হারিয়েছি কিছুদিন, তবু তার অর্থ বুঝি নাই। এমত সকালবেলা একটা চড়ুই এসে বলে গেলো—অর্থ আছে...আমি তবু মাথা নাড়ি, পুচ্ছ নাড়ি...এ-পুচ্ছ আগুন ধরে পুড়েনি এখনো। কতো কতো দাবানল এলো আর গেলো, কতো কতো অগ্নিকাণ্ডে ছারখার হলো দেহপাশ—তবু এই বাঁকা পুচ্ছ আজো স্থির পৃথিবী কাঁপায়...তবু বুঝি কাজ নাই—আরো কিছু কাজ নিতে চাই, আরো কিছু ব্যস্ত কোলাহল...সকলে অস্থির বলে, বলে—ইবাদত করো, গুছাও নিজেরে...কী করে গুছাই! —পানিনিদ্রা এই দেহে বর্ম হয়ে আছে।

ধারাবহর

লুকিয়ে থেকেছো—তাই বলে কি ঘ্রাণটুকুও চিনতে পারবো না? একবার এক রোদের ডানায় চড়ে বেনামী পাহাড়ে তোমার ডেরায় মেহমান হয়েছিলাম। আরেকবার বর্ষার বিলের মতো উঁচিয়ে বুক পার করে দিয়েছিলে আমাদের অর্ধভাঙ্গা সাঁকো। তুমি কি ভুলে গেছো—সেই আচানক পাখিটি আর আসে নি বলে কতোকাল দুঃখ করেছিলে? কতো সন্ধ্যা ধারাবহরের টিলায় তার জন্য রাত্রি ডেকেছিলে? মহাপ্রভূর মন্দিরে রয়েছে এতো যে পড়ে সন্ধ্যা কাতরতা—সেই পূজারীর কণ্ঠে কি শোনো নি ভাঙ্গা বাঁশির করুণ বিলাপ?

আমি তো মণ্ডপ-জাগা সেই করুণ শাঁখের ধ্বনি—কী করে ভাবলে এ-জনমে খুঁজে পাবো না!

কীর্তনানন্দ

ছায়াশূন্য পাহাড়ের নিচে গড়িয়ে নামছি যে-পাথর...
আমি সেই সমুদ্র যাত্রার কথা তোমাকে জানাবো—এই পাহাড়-চূড়ায় যতো গাছ আছে, তোমার নামের মতো বন্ধু-বন্ধু
তোমার চিঠির মতো মায়া-মায়া লাগে।
তোমাকে দেখিনি
ওই পাহাড়ের যমজ নদীর উৎসও দেখিনি—তবু কেনো তার জলে আধ-ভিজা পাথর হতেই সাধ জাগে মনে?

আজ সন্ধ্যা এতো দয়াময়
তোমার পায়ের নিচে নীলঘাস হতে ইচ্ছা হচ্ছে খুব...
তুমি ডাকো—যেভাবে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেয় ঝর্নার রোদন...এই কান্না এতো মায়াময়, এতোটাই তুমিময়—আমাকে কি একবার নদী দেখতে নেবে?

পাহাড়-টিলায় এতো মন পড়ে আছে—তোমাকেই বলা যায় উচ্ছিষ্ট বেদনা...
তোমার যতনে যতো গীত-নিরাময় আছে—ঢেলে দাও...
গেলো রাতের কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে আছি—তুমি কি গো সত্যি-সত্যি একাকী পাথর?

এই ব্যথা তাড়াতে পারি না আমি...
ছুঁয়ে দিতে চাই
ভাগ নেই
তোমাকে আগলে রেখে শুশ্রূষা বাড়াই...
ভয়, সে-তো পাহাড়-চূড়ায় ফেলে-আসা সিকি, অচল-আধুলি—তোমাকে অভয় নয়, আনন্দ জানাই। —তুমি কি মুছবে না এই অধমের দুখ?

সংযোজন : তুমি কি বনেলা রোদ—ঝরে-পড়া পালকের ছায়া? একবার ইশারা করো—এ জীবন বৃষ্টিরাঙ্গা হোক।

ঝর্নাবলী ও অন্যান্য

গাছশূন্য পাহাড়কেই মনে ধরে আজ
তার গায়ে যতো সব মেঘ আসে ভেড়াপালক রমণী হয়ে
তাদের কথায় আমি পুলকিত হই...
তোমাকে বৃক্ষের গল্প শোনাবো বলে সেই ছিপছিপে স্রোত হতে চাই...
চলো, ওই জলের কাছে রেখে আসি আমাদের বেদনা, যাতনা...
—তুমি কি চিরটাকাল উইলো বৃক্ষের পাতাঝরা গাছ হয়ে রবে?

তুমি আছো
যেভাবে রোদেরা আছে মেঘ হয়ে নিঃসঙ্গ টিলায়...
—পাহাড়যাত্রীর দল আমাকে কি সঙ্গে নেবে আজ?
আমি সেই একাকী পথের কাছে মন খুলে ঘাস হয়ে রবো...

ভালো লাগে এই গাছ
এই ভেড়ার খামার
একটু একটু নিঃসঙ্গ চেরির ডাল
বনমোরগের ডাক
একাকী পূর্ণিমা
ফর্সা তরুণীর মতো পাহাড়িয়া রোদ...
বলে তারা—নুয়ে-নামা শিলাখণ্ড হও...
কাল যে-পাথর জলে ভিজেছিলো, আজ তাকে দেখে আসি উষ্ণ হয়ে আছে
কাল যে-গম্ভীরমেঘ ভিড়েছিলো ভিড়ে
আজ তাকে নিজস্ব চাঞ্চল্যে দেখে ঝরা-রোদে রাঙা হয়ে আসি

—ও উজানিকন্যা, তোমাকে দেখার সাধ ফুটে থাকে পাহাড়-চূড়ায়...

আজ এই টিলা থেকে অভিমানে নেমে-আসা
চিকন পানির মাঝে মন ঢেলে ছুটে যাবো সমুদ্র বিহারে...
তুমি দূরে নও, কাছে আছো
পথের ধারের জালে-আঁটা পাথরের মতো নিরাপদ মনপ্রান্তে আটকে রাখি...
তুমি ঘাসফুল—শিশির ডেকেছো
—এতো নিলুয়া-দৃশ্য কোথায় রাখি? কোথায় বসতে দেই?

গ্রীক তরুণীর চোখে ঘুম দিতে রাত নামে পাহাড়ের গায়...

মেয়েটির হাতে আইরিস কফির মগ এগিয়ে দিয়ে জরিপ করি তার শীতল চোখের রঙ—তাকে কেনো চেনা চেনা লাগে? কেনো সে এমন করে শীতলতা চোখ ভরে রাখে?

তুমি ডাক দিলে মধ্যরাত্রি বিছানা গুটায়...

তুমি গান
তুমি গানের অধিক
যেরূপ ওই মাঠের পাশে শান্ত লেক
মায়া-মায়া লাগে, বন্ধু-বন্ধু লাগে

কফিল ভাই গাইছে মন
আমার নিঃসঙ্গতা কেমন করে ওঠে
—তোমাকে কি একবার ডাক দেবো, ঘাসফুল?

তোমার সুরে সকল কিছু রাঙা হলো আজ...

দূর থেকে তোমাকে জাগিয়ে রাখি
আমার বেদনা যতো ধুয়েমুছে যায়...
মধ্যরাত ভোর হলে সমস্ত উচ্ছ্বলতা ফেরি করে রৌদ্রমগ্ন হই

—তুমি কেনো এতোসব ভোর এনে দাও?

পর্বত আরোহী রমণীর পেটের চিকন ভাঁজ হয়ে ভোর নামে পাথুরে জলায়...উদভ্রান্ত স্রোত নিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি দুপুরিয়া ছায়া দলহারা ভেড়া শাবকের মতো...পায়ে হাঁটা পথ পড়ে আছে মৃত ঘাস বুকে নিয়ে—সেই রূপ একাকী গান এই জলমগ্ন বক পাখিটির মতো...
—তুমি কতো দূর থাকো, ঘাসফুল?
খুঁজতে খুঁজতে একটা জীবন গেলো
ভেবেছি কোথাও আছো
ঘরে এনে বুঝা গেলো—নিঃসঙ্গ পাহাড়ে আজো তুমি বসে থাকো...

যে গেছে পাহাড় কুড়াতে
যে গেছে শিশির ঝরাতে
—তাকে তুমি বনতিতিরের পালক দেখাবে?

তোমাকে দেখি না
জপ করি
তোমাকে বাজাই না
নিজেই আমি বাজতে বাজতে গীতের অধিক গীত হয়ে আছি...

মৃত খামারের পাশে
এতো ঘাস
এতো প্রাণ
—তোমার কেনো রে দুঃখ থাকে মনে?

পাথরের গল্প অনেক হয়েছে
তবু এই আধভিজা পাথরের গায় লিখে যাই তোমার বিলাপ...
যতোদিন এই কান্না আমাকে জাগাবে
তোমার দূরের ধ্বনি ঘুম এনে দেবে—
ততোদিন বালির ওপর ভাঙ্গা ডাল হয়ে রবো...
—তুমি কি অবাধ্য রাত্রির গল্প শোনাবে না আজ?

তোমাকে জঙ্গল মাঝে মাথা-উঁচু শিলাখণ্ডের গর্বিত উপস্থিতি ভাবি...
—কী হবে আমার
পুনরায় যদি হারিয়ে ফেলি গন্তব্যের সাঁকো?

একবার ছুঁতে গিয়ে হারিয়েছি স্থিতি
—তুমি কি পুনর্বার অগ্নিভেজা নদী হতে বলো?

তোমার চুলের মতো ঝর্নার রোদন, রঙ তার কনি আঙ্গুলের মতো ফর্সা...তার কাছে ফতুর হয়েছি...তুমি হাসো সেই পতিত জলের মতো, যার উৎসস্থল দেখা হয়নি এখনো...ভেড়াশাবকের মতো মেঘগুলো আলস্য ঝারছে পর্বতচূড়ায়...বুঝি না কিসের তুলনা দেবো—ও আমার জৈন্তাপাহাড় থেকে উড়ে-আসা বক, তুমি কি মন্ত্রগুণে বেভুল করেছো?
এই বনেলা হাওয়া সাক্ষী—
সমুদ্রে তোমাকে কাল ভুলিনি কখনো!

তোমাকে অনন্ত বলি
বাসনা জানাই
—কাজের মাঝে তোমার হাসি একবার পাঠাবে?

দরোজায় ফেরি করি মন
আজ রাত দীর্ঘতর হোক
তুমি একবার ডাক দিলে
দেখো, কতোবার আমি উচ্চারণ করি নাম...
তোমার মনের মাঝে যতো গান থাকে, তোমার চোখের মাঝে ঢেউ
সকলি জাগিয়ে দিলে—রাত্রি কেনো শেষ হয়ে যায়?

এতো এতো নীল ঘাস ফুটে রয় টিলায়-টিলায়...

হু হু করা বিঁধেছিলো বুকে
তুমি কোথা থেকে ভেসে এলে
আমিও যে কেনো ঝর্নাবাসী হলাম...
ও পাহাড়িকন্যা, মধ্যরাতে এভাবে হেসো না তো আর
আমার ক্ষতের ভার বহন করতে পারছি না...

তোমাকে জাগিয়ে রাখি
বন্ধু হতে ভয় হয়
তোমার প্রেমিক হবো—তুমি কি নেবে না?

ঘোড়াপালক তরুণীর হাতে ওয়াইনের বোতল তুলে দিলে তার চোখে খেলে যায়
ঘোড়াকেশরের ঢেউ, সৌজন্য বিলাপ...

যতো হাওয়া দেখে আসি বনে
যতো বনময়ূরের নাচ
সকলি তোমার চোখে বান্ধা পড়ে থাকে—আমি কি আবার তবে গুহাবাসী হবো?
যদি ভুলে যাই জৈতুনের বন
যদি একবার ইশারা করো
দেখো ফের জেগে উঠি
ফের তোমাকেই দেবী করে ভাসাই সাম্পান...
—তুমি কি বলবে না সেই কুহকী ইঙ্গিত?

দেখো, একটাও বাতি জ্বলেনি কোথাও
তবু ঘরময় ফুটে রয় হলদে ফুলের রঙ...
ওই গন্ধটাকে কী বলবো
বলবো কি ব্যাখ্যাতীত
যেরূপ আদর পেয়ে বদলে যায় তোমার গাত্রবর্ণ?
তুমি একবার খুলে গেলে
ভাঁজ করে নিতে রাত্রি কেনো এতো এতো ছোট হয়ে যায়?

তুমি কথা বলো—
যেনো বনেলা মোরগ আলগোছে ঝাড়ে তার দুপুর-আলস্য
এসব কথারা, জানো তুমি, ভেসে আসে অলৌকিক ছায়ারথে...
সেই যে বেনামী গাছে চড়ে জীবন রাঙ্গিয়েছিলাম
সেই থেকে তার মাঝে জমা রাখি মন
—তুমি কি বলবে না সেইসব বিকেল কী রূপে হাঁস হয়ে যায়?

এইসব ঘাসের ওপর শোলে, আকাশকে তোমার চোখের মতো দেখায়...

তোমাকে বলেছি—এ-যাত্রা আলোর অধিক...
যা কিছু হাঁটু ভেঙ্গে পথে পড়েছিলো
আজ তারা তোমার স্পর্শের গুণে দেহাতীত ঢেউ...
তোমাকে কি সেই হারিয়ে-যাওয়া আধুলির কথা এখনো বলিনি?
বলিনি কি ভেঙ্গে-পড়া পাথরখণ্ডের নাম—আমরা যেখানে একদিন স্তব্ধ হয়েছিলাম?

—আলো কতোদূর, পাখি?

ছেড়ে যাচ্ছি এই পাহাড়-লাবণ্য...

এ-যাত্রা তোমার দিকে, ও পাহাড়িমেয়ে—তুমি কি সেই ঝুলন্ত সেতু, যার পায়ে উইলো বৃক্ষের ডাল কান্না হয়ে ঝরে? তুমি কি সেই সুউচ্চ পর্বত-চূড়ায় আটকে পড়া দেওলা পাথর, যার গায়ে মেঘেরা সব রৌদ্র হয়ে নাচে?

আমি-তো এসেছিলাম এসব ঝর্নার নামে জপ করবো একাকীত্বের দিন...এসব নদীর কাছে ধুয়ে দেবো দেহের গেওইর...তুমি এভাবে ডাক দিলে কি আর আলো-শিকারি হবো না?

—আমি মনবাসী ছিলাম, তুমি কেনো আবার আমায় গৃহবাসী করো?!

কথা

এরূপ ভণিতা রাখো! বরফের দেশ থেকে অগ্নি নিয়ে আসো। আমাদের ঘরে কাঠ নাই। শীত তবু ডানা ভাঙে। আমাদের বৃষ্টি শুধু হাওয়া ভালোবাসে। এভাবে হেসো না। শীতের পালক পরে উড়ে আসো শেষে, আমাদের গ্রীষ্মের পাহাড়ে—রোদ মর্মর পাতার নদী যেথায় উদ্ধত সুরে গায় গীত বেয়ামি দুপুরে। এ-গল্প সুমাত্রা হয়ে জন্ম লয় মায়াবৃক্ষে, কথাপালকের দেশে, প্রতীক্ষা প্রহরে।

তবু কথা বাকি রয় মনে—নিয়ে এসো তুষার-আঁধার বৃষ্টিরাঙা দিনে।

শুকপাখির কাছে বিলাপ

কও তুমি শুকপাখি বিষয় বিস্তর—এ দগ্ধ শরীর আমি কোথায় লুকাই? পুড়ে পুড়ে ঘুরে ঘুরে আজন্ম ফেরারি—এ কোন নগরে বাঁধি লগিহীন নাও!

কও পাখি এ কি তবে কপালের ফের?

ছিলো এক পাখিজন্ম বিগত সকালে। অফুরন্ত হাওয়া আর গাওয়া নিয়ে ত্বকে, প্রযত্নে গুঁজেছি কতো বাহারি পালক। কেমনে হারালো বলো বিষয় বিস্তর!

কও পাখি এ কি তবে প্রলাপ লিখন?

যাও তুমি প্রিয় শুক নিয়ে আসো ডানা। কোন রাজ্যে আছে কার মৌরসি দখলে, জানো তুমি, আমি তার হদিস জানি না। এমত নগরে আমি ডানাহীন তাই।

কও তুমি প্রিয় শুক বিষয় নিদাগ!

তুমি আর থেকো না গো এরূপ নিশ্চুপ। ও সখি ডাকছে এক আজন্ম মাখাল। বলো তুমি বলো ফের মাতৃহীন এ-নগরে—এ দগ্ধ কুদাগ আমি কেমনে গুছাই!

কও সখি এ কি তবে জন্মে পাওয়া দাগ?

—এখানেই আমি নিজ দেহের মাংসের বিনিময়ে একটি ঘুঘুর জীবন ক্রয় করি। অবাক তাকিয়ে ফা হিয়েন। এ-ভূমি সুবাস্তু। এ-ভূমি বুদ্ধের।

কী পরীক্ষা তুমি পাঠালে ইন্দ্র হে! সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু...নিজ দেহের মাংসপিণ্ড নিয়ে যাক বাজ।

মনে পড়ে সুবাস্তু। মনে পড়ে গুঞ্জরণ। ফো-কি-কিউ। এ-মাটি বুদ্ধের। মহাযান ভিক্ষুরা ফিরছে বিহারে। এই যে পড়ে আছে সোনার পাতে মোড়া স্তুপ—তার মাঝে শব্দ ওঠে প্রাচীন ভারতের।

প্রার্থনা বাক্য : আমি যে কিছু হই নাই, আমি যে কিছুই ছিঁড়ি নাই—বুঝিলাম এ বাড়ি এসো।

প্রথম অধ্যায়

আজ ঈদ। আজ ঘরে ফেরা।

আজ ঈদ। পিতৃভূমির শেষ সীমানায় এসে দাঁড়াই। পাশে প্রবীণ চড়ক। তার পাশে কুটের খাল। তারও নিকটে সেই বেতের আড়া। বেতের আড়ালে বাড়ে ঝিঁঝিঁর নীরব।

—এই যে সমূহ দাবির মাঝে পড়ে থাকে চাচার সম্পদ, এটা ঘোড়াখাটি বাট : বলে তিনি ব্যাখ্যা করেন বনেদী আচার। ফাঁকেফোঁকে রয়ে যাবে পড়শির দাবি, যাতে করে মিলেমিশে বেঁচে থাকা হয়।

হায়! নিঃসঙ্গ বিলাসিতা ওদের ছিলো না। আমি পিতামহের কবরের পাশ দিয়ে ছায়া হয়ে ছুটে যাই পশ্চিম সীমায়। যুবতী আলুর ক্ষেত লকলকে বেড়ে ওঠে, সমস্ত বিছরা জুড়ে কেবলি সবুজ। এখানেও চিহ্ন তার, ঘোড়াখাটি বাট। আমি বিগত স্পর্শ করে ভুলে যাই একাকীত্বের গান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তালাবের নতুন শরীর।

পুবের পুকুরটি আজ পেয়েছে যৌবন ফের। চাচার বড়ই সাধ, এজমালি তালাব হবে—ভরে রবে বাউশ আর মির্গার ঝাঁক, ঘন পাত্রির গইনা কিংবা কাঙলার পাল, খৈয়া পুঁটি আর দারকিন্দার দল ভেসে বেড়াক জলময় উদান-মাদান। সেই সাধে ফিরে আসে তরতাজা বয়েস।

আমার বাপ-দাদা চৌদ্দগুষ্টি বিয়ের বাজারে গিয়ে কিনেছেন ঘন পাত্রির মাছ আর সামান্য সিকর। তবে শ্বশুরালয়ে মাটি উড়ানির অনেক পরেও কেউ করেনি গ্রহণ মাছের আহার, যতো দিন না মাছ খাওয়ার হয়েছে উৎসব। আর বাবার মাছের নেশা রক্তে ছিলো তার।

চাচার গহীন সাধে পুকুরের পেটনা ঘেঁষে বেরিয়ে আসে ধবধবে সাদা পেট নতুন জমির। তাকিয়ে অবাক হই—এ-পুকুরে ছিলো নাকি প্যারাক্ষুত অচিন কালের।

দিয়েছে অসীম মানা সমস্ত দুপুর। বাবা তার সারাবেলা গাছের ছায়ায় বসে ছুঁড়ে দেন মাছের আহার। চোখে তার চকচকে সুখ। নেশায় ছড়িয়ে যেতো আউন্ধা পুকুর।

আমার দু'চোখে শুধু খুঁজে ফেরে সেই ক্ষুত, যার ভয়ে এ-পুকুরে আসতো না কোনো শিশু কিংবা নারী। যদিও একদা আমি মধ্য রোদে লুকিয়ে ছিলাম জলের কিনারে। সব কি অচেনা তবে? এ-ঈদে আমাকে কেনো তাড়া করে পুরনো সময়?

তৃতীয় অধ্যায়
বিগত বৃক্ষের জন্য মৌনতা

যাওয়া হয় না কোথাও এবার। মনে হয় ভিনবাসে হয়ে গেছি ভীষণ কুড়িয়া। শুধু যাই পশ্চিমের বাড়ি। তুমুল অভাবী আপা ঠেলে দেন স্নেহের পিঁড়ি। কেটে যায় মধ্যাহ্ন-বিকাল।

নাই আর দূরে সেই করচের গাছ কিংবা কুলের। নিয়ে গেছে আমাদের ধারালো কুঠার। মামী মাগো—তোমার কবর পাশে নাই আর বেতঝাড়, গাব গাছ কিংবা জারুল। ঘরের চেইছে আজ নাই আর পুদিনার পাতা, নাগা মরিচের ঝুপ কিংবা ডালিম। চারদিকে বাড়ে শুধু উজারুলতার ছায়া, অপয়া বসত। তোমার তাড়ানো সেই হইলদে পাখি ডাকে না যে এ-দুপুরে নির্জন আড়ায়।

তবুও তো ঘুরেফিরে সেই দৃশ্য এখনও অটুট। নিয়ে যাই, যদিও ফিরি না খুব—বাঁধা থাকে বুকের ভেতর, একান্ত যতনে।

চতুর্থ অধ্যায়
স্নেহের ভাগবাটোয়ারা

গণতা বাড়ির দিকে যাই। দেখি অসংখ্য সীম গাড়া আছে উঠানে, পুকুরে। বিশাল বাড়িটা আজ হয়ে গেলো খন্ড জমিন! ভাগবাটোয়ারায় নুয়ে আছে স্নেহের জামিন। কেঁপে ওঠে বুক। ফিরে আসি নিজ ঘরে নিজ মৌনতায়।

টঙ্গির উঠান থেকে দেখে নেই বাড়ন্ত বরই। ফটিকের পাশ ঘেঁষে বৃক্ষভরা ফল। আটকে যায় চোখ। মা বলেন—নিয়ে যা না ফলগুলো, সে-শহরে পাবে না কি এমন আদর! আমি অসীম উচ্ছ্বাসে কালো ব্যাগে মুড়ে রাখি অসীম পরশ, মায়ের হাতের।

অবশিষ্ট মৌনতা :

১. পাকঘরের খিড়কি দিয়ে দেখে নেই মুমূর্ষু বৃক্ষ এক, পিতার হাতের। কাটা জামিরের আয়ু তবে এতোই সীমিত! ফুলে-ফলে লেপ্টে থাকা গাছ আজ বার্ধক্যে ফুরালো। আহা, আমার বাবার স্মৃতি!
—একটা ডাল কলম করে রেখে দিও।
—বৃষ্টি নামুক। আটকে দেবো গোবর-পেচল।
ছুঁড়ে দেন বড় ভাই। আমি বৃষ্টির দিন মরমে গেঁথে ফিরে আই—এবার বৃষ্টি হোক।

২. মনুর পেটনা ঘেঁষে কান্না করে রোদ। ওয়াপদা বাঁধে রোজ বন্ধুর অপেক্ষা। কে আসে এমন করে এই আঘাটায়?

হে সন্ধ্যা, এসো না তুমি—নিকটে যে স্বপ্নে-পাওয়া বাড়ি, অন্ধকারে মনে হয় অনন্ত যোজন। হে রাত, এসো না তুমি—জরিপের চোখে জাগে বেদনার রঙ।

৩. অনন্ত ছুটিটা তবে শেষ হয়ে এলো! ফিরে যাই। ওদুদ কেবলি বলে—আসবে কিন্তু, পাঠিয়ে দেবো কার্ড। তার চোখে খেলা করে নতুন জীবন। আমাদের চিরায়ত যৌথ জীবন।

দৃশ্য শুরুর আগে কিংবা পরে : দৌলতদিয়ার ছাদে ওড়ে রোথেল-এন্টিনা। রহস্যময় কলপাড়—তুমি তো পদ্মার বোন। যমুনার সই। তোমাদের মিলন ধ্বনিতে ওঠে আর্তের ধ্বনি।

দৃশ্য-১
কপিলার দাওয়ায়

লঞ্চ থেকে উঁকি মেরে দেখে নেই—কপিলা দাওয়ায় বসে বেছে দিচ্ছে সতীনের চুল। কে জানে, হয়তো তার নাই কোনো সোমত্ত পুরুষ। আহা, ভাঙ্গনের শব্দে কাঁপে কপিলার চোখ!...ওইখানে, ওই যে দেখছেন—বাঁ দিকে মাঝিরা চেষ্টারত, ভিটা তার যায় যায়, চোখে তবু ইলিশের ঘুম। আর ওই যে লঞ্চটা মোড় নিচ্ছে বাঁয়ে, আমরা কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছি ঘাটে। আমাদের এ-যাত্রা তো সাঁইয়ের মাজার, ঠাকুর-কুঠির। দুঃখ তাপ জলে রেখে সুর তুলি—পদ্মার ঢেউ রে...

দৃশ্য-২
ট্রেনের জানলায়

ওই যে রাস্তা, তা আমাদের সাথে যাবে কিছু দূর। ওই যে নদী, তাও যাবে। আর ওই যে গ্রাম, তাকে আমরা ফেলে যাচ্ছি দূরে। ট্রেন ঝিকঝিক, ট্রেন ঝিকঝিক, ট্রেন।

দৃশ্য-৩
বোটানির করিডোর

এই যে দেখিছেন, আমাদের নাক বরাবর—তা কিন্তু বোটানির করিডোর। ওইখানে এক দিন সাহা'রা বসতো। মুগ্ধ হতো ইন্টার-দুপুর। আর ওই যে ঘাড়ের 'পর লাল নীল ছায়া, তা কিন্তু কমনরুম। আমরা যাকে ফেলে গেছি দূরে। পাখি সব করে রব দুপুর ফুরাইলো...

দৃশ্য-৪
লা-দের বাড়ি

ভাই, রিক্সাটা একটু মোড় নিন তো।...জানেন, আমরা কিন্তু এসে গেছি। ওই যে মাঠের ধারে, লোডশেডিং-এর ফাঁকে ঝুঁলে আছে চাঁদ—ওটাই কিন্তু লা'দের বাড়ি! বিশ্বাস করুন—লা'রা ভালো হয় জগতের।...আর আমি-তো ভাই আবিতা, জেনে গেছে লালনের পিঁপড়েও—যার সাথে দেখা হবে রাতে।

দৃশ্য-৫
সাঁইয়ের মাজার

ওই যে ভরা চাঁদ, তিনিও তো এসেছেন লালন-মাজারে। তাকে বলি—ভাই, মেলে দাও সুর, বসে পড়ি সাঁইয়ের ছায়ায়। রাত গীত হয়। পাগলা নজরুল বসে থাকে অপার হয়ে। দূরে সাজানো হয় বাঁশি। সাঁই, সাঁই! আমাদের সাথেই আছেন তিনি। ধরো গান তিন পাগলের...

দৃশ্য-৬
ঠাকুরের কুঠির

এই যে নদী, তার নাম আসলে গড়াই—আমাকে স্বজন ভেবে জড়িয়েছে বুকে। তাকে টপকালেই শালদাহ। দাঁড়িয়ে আছে ভ্যান। এর নাম কয়া। এগুলে হরিপুর। ভ্যান-যাত্রা। ওই দিকে ঠাকুর-কুঠির। পথে যেতে যেতে ভেসে আসে ঠাকুরের সুর—গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গা ইটের পথ, আমার মন ভোলায় রে...

আরো কিছু দৃশ্যকল্প

১. রেনউইক বাঁধে আটকে থাকে সন্ধ্যার চোখ। তাকে আমি পারি না বুঝাতে। এভাবেই উঠে আসছেন ফর্সা চাঁদ। মনে হয় নেমে যাবেন গড়াইয়ের জলে। চাঁদমারির পাশ ঘেঁষে একাকী থাম্বায় বসে আছেন ওই যে যুবক—ধ্যানী বলে ভ্রম হয়—তিনিকেও দেখি। রাত আর পাখি দেখি। বাতাসও দেখি। আর সকলেই বলে যায়—ও হে আবিতা পুরুষ, তোমার বিচ্ছেদ-ব্যথা মরমে শোকায়।

২. এই সব রাঙা ইট পেছন ফেরায়। ঠাকুর এখানে বসে কাটিয়েছেন বৈশ্যদের কাল, কোনো এক দিনে। আর শাদা ছায়া লেগে রয় কোথাও কোথাও।

৩. কাস্টম মোড় থেকে এভাবে চাঁদ দেখাটা কি ঠিক হলো? এতো ভরা চাঁদ—কিছুটা মশকরা করি, যখন ঢুকে পড়ি চায়ের ছাপরায়। —এরকম যৈবতি চাঁদ পেলে নারী তো দূরে থাক, নিজেকেও ভোলায়।

এ-মুল্লুকে চিড়িয়াখানাও আছে—এ-খবর দশ বছর বয়সী হলে একদা চিড়িয়াবনে যাই। প্রতিটি খাঁচার পাশে এ-আমি হারিয়ে ফেলছি, যা কিছু তাহারা জানে আমার স্বভাব।

উদ-বাড়ি মানিয়েছে ভারি। ও বেচারা দেখছে অবাক, দিয়ে উচ্ছ্বল সাঁতার। তার বাড়ির চৌকাঠে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নিজস্ব জগৎ ভুলে জিজ্ঞেস করি প্রমিত কুশল। সে দেখি বেজায় খুশি। নিজস্ব সংকেতে জানি, জলের ধ্বনিতে মানি—এসেছো নতুন চিজ, এই নিয়ে এ-জীবনে দেখা হলো ঢের।...বুঝে যাই, নিশ্চয় পড়েছে ব্যাটা আধুনিক পদ।

সিংহ-বাড়িতে আসি। কিছুটা কি বেমানান লাগে? সে যে দেখতে নারাজ। যেনো বা এমত চিড়িয়া সে এ-জীবনে দেখেছে অঢেল। মামা মামা বলে প্রচারি খাতির। সুন্দরবনের পাশ দিয়ে কখনো যায় নি যার চৌদ্দপুরুষ, সে কেনো বাড়িতে তার ভাগ্না মেনে তাকে দেখা দেবে? আর কী এমন অপূর্ব চিড়িয়া, নিদ্রা ভেঙ্গে ভর দুপুরে দেখবে এক নতুন আজব?

তার পড়শি রয়েল বেঙ্গল, সেও দেখি খুশি-টুশি হলো না কিছুই। ঘরের কোনায় পড়ে-থাকা মাংস ছাড়া হাড্ডি—পঁচা গন্ধ নীরবে থাপ্পড় দেয় গালে।

এ-বাড়ি হরিণ-বাড়ি, যদিও নাই কোনো শিকারির দল। মায়া ও চিত্রা সখিরা, দলে দলে এসেছো তো কাছে—অনেক দেখেছো বটে! এমন চিড়িয়া আর ক'খান দেখেছো? তোমাদের মাংস ভোজে যারা হয় আহ্লাদিত প্রাণ, যারা ধ্বংস করে তোমার আবাস, এ-অধম অন্য কেহ। সে তো এক মুর্খ চাষা, তোমাদের সৌন্দর্য বয়ান নিত্য করে চাষ। —ধ্যুৎ, এ-ও নাকি নতুন চিড়িয়া! কোতোয়াল, বিরবল, আর রাষ্ট্রের প্রধান, এমত অনেক চাষা দেখেছে সে এ-জীবনে, নতুন কী আর এমন দেখা হলো আজ!...হায়, হরিণীরা বুঝে ফেলে চাষাদের ন্যাংটা স্বভাব।

এ-বাড়িটা খানদানি বটে! সুদূর আফ্রিকা থেকে ঘন শ্যাম বাদ দিয়ে দেখতে এসেছো তুমি বানর স্বভাবে, এই সব বঙ্গবাসী বানরের মাঝে। বিগত নিয়মে কিছু লাফ-ঝাঁপ মারি, রামের চোখের কাছে ধুলো দিয়ে যাই। সেও দেখি ফুর্তি ভারি!...চেয়ে দেখে আমাদের প্যাঁচকি আলাপ।

হায় আল্লা! উটপাখি দেখছে আমাকে? নীল গাই? জলহস্তি? ধনেশ, জিরাফ? গাধাটার আক্কেল-পচন হলো না তো আর! এমন অবাক চোখে দেখে নেবার কী আর আছে! ধর্ম-কর্ম নাই কিছু, জানা নাই আদব-লেহাজ। পাঁচ টাকা দিয়েছি বলে দেখতে হবে এমন নিয়মে? —ধ্যুৎ, এর চেয়ে খানদানি অনেক চিড়িয়া এ-শহরে নিত্য করে বাস! এর আগে দেখো নি বুঝি?...রৌদ্র এসে তিরস্কার করে।

গণ্ডার-সংসারে দুই মহামান্য প্রাণী, বন্ধ করে খিল। ভালুক নিশ্চুপ। বেবুনেরাও তাই। তবে সাপেদের সাথে বেশ আমাদের মৌন আনাগোনা। লাউডুগি সাপটাকে আমাদের দলভুক্ত মনে হলো খুব। মিশে থাকে নিজস্ব আকারে।...আহা, এ-শহরে তুমি বটে নতুন চিড়িয়া!

ময়ূরের রাগ ভারি অধমের 'পর।...পাখিদের রাজ্য বুঝি কাকশূন্য হয়? পেঁচাশূন্য, বকশূন্য হয়?

একটা কুকুর দেখি বাড়িছাড়া, ঘরহারা, ধুলায় লুটায়। নামধাম উঠেনি খাতায়। উদ্বৃত্ত প্রাণীটি তাই এমত তৃপ্তিতে তবে ঘুম যেতে পারে?

ও আমার অতিথিরা, আমি তবে এতোই পুরান তোমাদের আয়োজনে? বুঝেছিলাম, এসেছি এক নতুন চিড়িয়া তোমাদের কাছে। ফিরিয়ে নিয়েছো মুখ। পাঁচ টাকা দিলেই দেখতে হবে, এ দিব্যি দেয় নি তো কেউ। বরং সকাল-সন্ধ্যা যারা কেড়ে নেয় তোমাদের মৌলিক স্বভাব, তাদের মাঝেই তোমরা খুঁজে নাও নতুন জিনিস। দেখার মতোই বটে নতুন চিড়িয়া! যাই তবে আমাদের মধ্যবিত্ত নাগরিক চিড়িয়াখানায়।

কাহিনীসত্য

১।। কাঁটা কাহিনী

আইতে কাঁটা, যাইতে কাঁটা। এবার তবে কাঁটার কথা বলি।

এই কাঁটা তো সাদা হাঁসের ডিম। উম দিয়েছে কালো মুরগি উগার তলে। তুষের টিনে। পরিত্যক্ত পুবের ভিটা গর্ত ঝেড়ে তাড়িয়ে দেয় দুপুর-বালু। কাঁটার ঝোপে ডাক দিয়েছে হলুদ পাখি। কোথায় তোরা? রান্না রাখো। টোপাটুপির। লাকড়ি আনি। ভর দুপুরে সাপের ছায়া। সবুজ রঙা দই বসাবো। আমাকে ছোঁও—কতো তোমার বুকের পাটা! পালিয়ে যাই নাইকল মুড়ার দক্ষিণ দিকে। মামি মা গো—ওই পাখিটা জ্বালায় বড়ো! বরই গাছে উঠবো বলে তাড়িয়ে দিলে। ঝুলনিঝাড়া অপবাদে বললে তুমি—হাঁসের ছানা। উম দিয়েছে কালো মুরগি। উগার তলে। তুষের টিনে। এই দুপুরে। সেই দুপুরে। কবে কোথায় কাঁটার জনম? —জানি না তো!

ডাইনে কাঁটা। বায়ে কাঁটা। আগে কাঁটা। পরে কাঁটা। উপরে নিচে বিধঁছে কাঁটা। চোখ ফেরালে এখন শুধু কাঁটার কাঁটা, হাবিজাবি গর্ত খোঁড়া কাঁটার স্বপন দেখি।

২।। ডাঙ্গা ও জলের কাহিনী

আইতে করো মানা গো সই, যাইতে করো মানা। ডাকছে বাঁশি অচিন বাঁশি ইট পাথরের বনে গো সই, ইস্পাতেরি বনে। ডাঙ্গায় যেতে করছো মানা জলে বসত কালে—জল নাড়িছো গায় মাখিছো, জল পড়েনি তুকে। জলে যাইতে করো নিষেধ পাড়ে বসত কালে। টান মারিছে চিকন কালা কাঁখে গো সই, ভাঙ্গা কলস ধুলার 'পরে—অচিন বাঁশি ডাকে।

কী করিবো কও গো সখি, করছো কেনো মানা! জলায় গেলে ডাঙ্গায় ডাকে, ডাঙ্গায় গেলে জল। এ-ব্যারামের ওষুধ সখি কোন জগতে বল!

যখন কবিতা লেখা হয় না

আউলাইল মাথার কেশ...করুল বাঁশের আড়া...বাখাল বাঁশের ছানি...বরুয়া বাঁশের বেড়া...কিছুই হয় না লেখা! —কোথায় গেলো ও আমার যাবতীয় রাত তাড়ানো রোদ!

২

ওই খাদের তলায় আমি পথ ভুল করি। এ যে বড়ো ভয় ভয় খেলা! দিকভ্রষ্ট হই। এ বড়ো অলীক ফাঁদ! শব্দ শব্দ খেলা।

৩

কবিতা হয় না। কী করবো! জন্ম জন্ম করি। তারিখ বানাই। সময় বসাই। তবু কেনো জন্ম দিন নাই! কী করবো! ইচ্ছা করি। স্বপ্ন ধরি। বাহানা বানাই। তবু সে আড়ি জানায়। কী করবো!

কী করবো আমি—যদিবা সে-রাত্রি হতে ভোর নামে, আমার কপালে ফুটে পরাজিত ভুল!

৪

কবির সংসারে থাকে পদ্যের ভাঁড়ার। রান্নাবান্না হলে পর শব্দেরা কি পাশের বাড়ির বুবুর সঙ্গে করতে যায় গপ?

সে কেবল ছন্দধরা জানে। দিদিদের বাঁকা কথা। চোখের দুলুনি। শব্দের সুষমা।

তারা কেনো পদ্যের দোকান সব খুলে রাখে গভীর আনন্দে? আমি এক তুচ্ছ কবিমাত্র। সওদা করতে যাই আর শূন্য থলি হাতে ফিরি রাঙ্গিয়ে জামা দোকান বালিকার ঘামে।

দূর ছাই! কোথাও কবিতা নাই। কী করবো! কী করবো ওই রোদহীনতার রাতে!

যুদ্ধকাল

বহুদিন পর আবারো মানকচুর গন্ধ আসে আমার নাগালে...রক্তিম ফলের বুকে পান করি তৃষ্ণার সরাব, দেখি না কোথাও তার দুঃখ বাজে কি না...তারা যায় আত্মীয় শিকারে, দল বেঁধে...কোথাও কোরাসধ্বনি ধাক্কা খেয়ে নেমে এলে ধ্যানমগ্ন শূকর ছানার পাশে ভোর হতে দেখি...দূরে যুদ্ধ সমাগত...এ-মাঝি গায় না গান অপরিচিত হাওয়ায়...সেও জানে—জলের ভিতর কোন মাছের বেদনা রটে কানায় কানায়...এইবার দেখে আসি—আইনা-উরির ঝাড়ে যারা আজ বারুদ ঢেলেছে, তাদের হাসির ধ্বনি নৃত্য করে...এ-যুদ্ধের মানে মানকচুও জানে।

বাজার

ঘাসের বাজারে এসে দেখা হলো নিজস্ব মানুষ।

বাগিচাবাজারে যারা পাইকারি করে—সেগুন কাঠের রাত বনমুখো হলে মাখে তারা বনরক্ষী চাঁদের শাসন...জিপের চাকার দাগে পড়ে আছে লালমাটি মানুষের দাগ—এবার মহাল বুঝি মুলিবাঁশে ভাগ্য ডেকে আনে...মনুর উজান স্রোতে চালি নিয়ে ভাসাবে সে যাত্রা বহুদূর...বর্ডার পেরিয়ে-আসা দেবতার ক্ষুর, নিষিদ্ধ তামাক, পোয়াতি কাপড়, ইলিশের ঝাঁক, ডিমের চালান...বাগিচাবাজারে যেনো ফুটে আছে নিরন্ন মানুষ।

কথামৃত

হাজার পায়ে তোমার কাছে যাই
অথচ ফিরে আসি এক পায়ে

রাস্তা হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে
আমি যেনো তোমার কাছেই থেকে যাই

সোফা-ঘর-বাড়ি
সার্চলাইট হয়ে আমাকে দেখে
আমি-তো নই আমার জামা বাড়ি ফেরে

হাজার পায়ে তোমার কাছে যাই
অথচ ফিরে আসি এক পায়ে।

নান্দীকর

নাগরি হরফে তুমি এতোটা বিরহী...

মহাজন কবি যারা শ্রীহট্ট মুল্লুকে—স্মরণ করেছি কতো তোমার খাতিরে। কোন সে পদের মাঝে ওঠে সুর পঞ্চতীর্থ দিনে?

বিনীত বাসকসজ্জা নিতি শূন্য থাকে—অধরা বিরহী পদ, কাঙ্গালেরে তুমি বুঝি করিবে না দয়া?

পেয়ে যাই পুনরায় শিলাশয্যা পাহাড়-চূড়ায়। একদা অর্ধ-গোসলে ফসকে-যাওয়া সাবান যথা কেঁপে কেঁপে ডুবে গিয়েছিলাম গভীর অন্ধকূপে। তার অদৃশ্য হওয়ার করুণ কাঁপন ভেবেছিলাম সুখ। আজ তোমাকে পাবার পর চেয়ে দেখি অন্যদয়া। গোপন তিলের মাঝে তোমাকেও ভেবে থাকি প্রেম, বলি—পরাও চোখের কোণে অরণ্যের জয়। তুমি বুঝি একদা পালক ছিলে সেই হাছারি পাখির? তোমার নিজস্ব হাসি, হাসি নয়, পরাক্রান্ত জ্বর। এসো তবে, ওই শালবনে খুঁজে দেখি সচল মুদ্রা। যাতনা নিও না আর—একবার শুধু সমুদ্র দেখাবো।

২.

তুমি বড়ো ভাগন্তি মেয়ে।

তোমার হাতে পোড়ল ধরে, রাঙ্গা হয় চিঠিফল রোদের মরিচ। দুধউরি জানে—সম্পর্কের নোনা স্বাদ রক্তে বিঁধে আছে। ধুমপোড়া রোদে তেতুলের ডাল যথা বেতলা হয়ে আছি।

তুমি ভাগন্তি মেয়ে—আফর্কে তোমারে গাই জন্মান্ধ শুশুক।

৩.

কপালে ভোগান্তি ছিলো। দ্বারে দ্বারে শুশ্রূষার ছায়া পড়ে থাকে। প্রশান্ত পথের ধারে দেখে ফিরি রোদের কল্লোল। রোদে ভোগে বহুকাল তোমার দুয়ারে এসে শান্তিমগ্ন আছি...

তুমি হাসো—ফর্সা রাত যথা তুলসি-নিমের ডালে রোদজাগা ভোর হয়ে রবো।

৪.

সমুদ্রের পাশ দিয়ে যাওয়া হলো বহুদূর...

যে-বাড়ির পাশে ঝর্না খুলে তার রাতের পোশাক—সব আজ হাসি-হাসি। যে-সব পাথর-বেদী ঝর্না ছুঁয়ে থাকে—তার পাশে তোমাকে জড়িয়ে শুধু ধুয়ে দিতে চাই দেহের গেওইর। এই দেহে কতোকাল শ্যাওলা জেগে আছে!

পাহাড়িয়া খড়কুটো জানে—এ-দেহে তোমার তরে কান্না ঝরে রাতে।

তোমার লগে দিয়েছি আড়ি—তুমি কি আর আমায় ডাকো? আমায় বোঝো? পাহাড় থেকে কুড়িয়ে আনি একাকীত্ব। নদীর পাড়ে শুকনা পাতা পড়ে থাকি—তুমি কি আর এতোই সোজা? এতোই বাঁকা? আমার জানি কপাল ফাটা—তুমি কি আর খবর রাখো? আগলে থাকো? শিলাখণ্ড যেরূপ থাকে জলের ধারে আজকে ভিজা, কালকে বিষণ্নতা—আমি কি আর গড়িয়ে-পড়া শিলা থাকি?—তোমার লগে নদীর পাড়ে শুকনা পাতা হবো!

মনলিপি

ক্লান্তি কেনো আসে, ও মন, ক্লান্তি কেনো আসে, কুটিমুটি দুঃখ কেনো মনের ভিতর থাকে, ও মন, মনের মাঝে ভাসে...চিকনচাকন মন্দ এসে ভোরের জিকির ধরে, রৌদ্র-দুপুর তাড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টি কেনো নামে, ও মন, বাদলা কেনো থামে...

ও আমার হুরুমুরু মন, পক্ষী হয়ে যাও—গাছের নতুন কুঁড়ি রূপে শরীর তোমার হাসিতে রাঙ্গাও, ও মন, বাতাসে উড়াও...

স্বপ্নমঙ্গল

এতো স্বপ্ন আমারে ছাতায়, দিনভর, এতো স্বপ্ন...বড়ো বেআঙ্গেজ লাগে!

তবে কি হবে না যাওয়া চৈতন্যের হাটে? তবে কি হবে না ধরা সেই উজাইয়ের মাছ—প্রথম বৃষ্টিতে যে ঢুকে পড়েছিলো লাখাইয়ের ক্ষেতে?

এতো ইচ্ছা আমারে ছাতায়, দিনভর, বড়ো উমাফোটা লাগে!

তেজারতি

দিন যায় আনেগড়ে। এই হাসি, এই দেখো অপেক্ষার জ্বর। এই দেখো ভেসে যাই সর্বনাশা মালকোশ রাগে। তোমাকে ভেবেছি সেই বাঁশির দমক—কেঁপে কেঁপে ভেসে আসা, মধ্যরাতে, শ্রীপ্রভুর টিলা বেয়ে পাহাড়িয়া ঝড়ে...

দিন যায় আনেগড়ে। এই পাশে, এই দেখো বানিজ্য বহরে। এই দেখো বলে বসি লালনের সুরে—আমারে যে পেয়ে গেছে পোনামাছের ঝাঁকে। এ-তেজারতির কালে ছেঁড়া জালে তাকে আজ ধরিবো কেমনে!

ভাইলপদ্য- ১

তাইরে আমি কেমনে বুঝাই, ও দয়াময়
আইনা উরি বাড়ায় জ্বালা, বান্ধা পড়ে মন
রসিক জনে কেবল জানে এই জ্বালার কারণ
ফুটবে যদি রাঙাতুষ, আসবে কেনো ভয়, ও দয়াময়...
কালিয়ানা এ-তাইরে আমি কী করে আজ মনমাজারে রাখি
ছাতিমছায়া কিছুটা হায় রইলো বাকি
কী যে এমন রঙ-তামাশা বয়স হলে বাড়ে
তাইরে আমি অধিক বলি—উমাফোটা লাগে
হাওয়ার ঘরে কুটুম থাকে, বাসে অনুনয়, ও দয়াময়...
তাইরে আমি কেমনে বুঝাই
ও দয়াময় মন রে আমার—কী করে আজ নিরঞ্জনে থাকি!

ভাইলপদ্য-২

যিতা আমি লিখে রাখি তাই থাকে ঘিরে
ও আল্লাজি, তাই কি আমার মনের অতল বোঝে?
হেরে-হেরে আসে-রে অসীম
লায়-লায় বাসে ভালো
কাঁচুমাচু হয়ে থাকি গিল্লা হওয়ার ডরে
ও আল্লাজি, তাই কি জাগায় বাদলামনে অস্থিরতা এলে?
ঠারে-ঠোরে ভাইল হয়েছে
অষ্টদিবস-যামে
বাওফোটা এ-সময় তবু চোরাছিদ্র খোঁজে...
যিতা আমি পুষি দিলে তাই থাকে ঘিরে
ও আল্লাজি, তাই কি তড়ায় মনউচাটন কিতাকিতা এলে?

ধূলিগান

একি রসিক সাজছো ধূলি আমার সনে
কোন বাতাসের বিচ্ছেদী ঢেউ জাগছে আমার মনে!
কেউ আসেনি বলেই কি রে বিষাদ নেমে এলো
আমি আঁধার মাঝে আঁধার ডাকি
মন্দ মাঝে মন্দ আনি...
এ কোন অধীর কাঁপন ওঠে এমন অবসরে!
যে-পথেরা হারিয়ে গেছে, তারা কেনো ফিরতিপথে আসে
এ কোন ব্যথার ব্যথা বাজে আমার বুকের মাঝে
তুই দে-না বলে, ওরে ধূলি সাক্ষী মানি তোর
আজ নিরালায় বোঝাপড়া হোক না আচম্বিতে!

কুফানিদ্রা

নিদ্রায় দিয়েছি হুঙ্গা
জাগরণে খুঁজে পাই নাই
জাগল-ব্যর্থতা আজো হলহলা দাগ হয়ে থাকে...
নইলার হাওরে যেনো কুফা-দিন
দড়াটানার মাছেরা আজ উধাও হয়েছে।
এমন লুবানি ছিলো
জেগে দেখি আজো আছে
কেচমা-ঘাসেরা যেমন ছেবার নিচে নিরাপদে থাকে...
তুমি কি কচুয়া-দুঃখ
আগানি ছাড়াই যেরূপ বনউরি বাড়ে!?

সমাধিফলক

এই ঘাস মাটির পালং
এইখানে ফুটে রয় কতো না কুসুম
তার মাঝে বালি-খড়
তার মাঝে অস্তিত্বের দীঘি
এই দেহ পোকার খামার
—বুঝেছো কি হে নিদ্রাতুর নিমাইমুজরা কবি?

শেফালিচরিত

‘আমরা তাকে ফুল বলে ডাকি, এই শেফালি ফুল; সে বাংলাবাজার স্কুলের ফিরোজা রঙের ইউনিফর্ম গায়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাসে এবং বলে, শেফালি ফুল নাকি? আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, মহল্লায় বহুদিন আমরা ফুলগাছ দেখি নাই এই কথাটি আমরা স্মরণ করতে পারি এবং আমাদের মনে হয় যে, শেফালি কি ফুল নয়, গাছ? আমরা তখন আমাদের কথা সংশোধন করি, এই শেফালি গাছ; এবং তখন সে আমাদের জীবনের সম্ভবত প্রথম সমস্যাটি উপস্থিত করে, কারণ, সে আবারও হাসে এবং বলে, শেফালি কি গাছ?’ —আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস।

শেফালি যে ফুল—আমি তা জেনেছি ভুলে। কেনো যে নয়নতারা ফুটেও ফুটে না আর আমাদের গাঁয়ে, কেনো যে উড়ালচিঠি আমাকে দিওয়ানা করে নয়নের তারা হয়ে ফুটে থাকে পড়ার টেবিলে—আমি তবে কার তরে পাড়ি দেই বাঁশের হাকম? ইয়ার-বন্ধুরা যারা টিটকারি মারে, বাউটা-স্বভাবে তারা বলে বসে—শেফালি তো ফুল নয় ফুলের অধিক, শেফালি তো পুবপাড়া শঙ্কধ্বনি বিনাশী ইঙ্গিত। সেই বার মনুনদী দেখা গেলো ভরে গেছে শেফালি-বকুলে, সেই বার খেয়ানৌকা সুর ধরে মালজোড়া গানে। আমরা বুঝেও বুঝি না আর কুশিয়ারা কেনো এতো উতালা হয়েছে, কেনো এতো শেফালিরা সুরমা-জলে আসে, কেনো এতো শেফালিরা বান্নি ভালোবাসে! চিতল পিঠার গায়ে সেই বার এতো এতো হাসি ফুটে থাকে, সেই বার এতো এতো পিঠাচোখ আমাদের পড়ার টেবিলে কান্না ডেকে আনে—আমরা কি আর গেন্ডা ফুলে ভাসাবো না পাড়ার মন্দির? কারো কারো মতে বুঝি মনুর ওপারে ফোটে সূর্যমুখী ফুল—ভুল করে তারা সবে শেফালি ভেবেছে, ভুল করে তারা সবে খোঁপায় গেঁথেছে। কোনো কালে মনুতীরে ফলে নি তো ফল, বাদাম ফলেছে। বাদক পাড়ার দিকে বাঁশি কেনো বেজে ওঠে, বাঁশি কেনো ফুঁসে ওঠে, বাঁশি কেনো ডেকে ডেকে আউলা করেছে? গুরুগৃহ ছেড়েছুড়ে সেই থেকে আমরা সবে পড়ার টেবিলে বসে চাষ করি বাঁশিফুল, ফুলের সুবাস। বুঝে ফেলি কিছু ঘ্রাণ কাঁটা হয়ে বিধেঁছে পরানে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি, ঘরে ঘরে রান্না হয় ফুল—ভেটফুল বলে তারা ভুল করে, ভুল করে পাড়ার বকুল। শেফালিদি’ শেফালিদি’—কারা তবে গান ধরে, কারা তবে ফুলের উপরি-নাম দিদি বলে ডাকে? আমরা টাউনিয়া হবো—ব্যালকনিতে ফুটাবো ঘ্রাণ, কাঁটার সুবাস। আমরা বৈতল হবো—ভুলে যাবো শেফালিও নদীপাড়ে ফুটেছিলো একদা বিকালে। শেফালি যে ফুল নয়—বাউটা বন্ধুরা কি আজও মনে রাখে? শেফালি শেফালি ডাকি, শিউলি শিউলি আসে। বলে তারা হাওয়া চাষ বাদ দিয়ে কেনো এতো নাম চাষ করি? কেনো এতো নাম জপ, কেনো এতো জিকির-দরুদ! পাড়ায় মাতম ওঠে, পাড়ায় দরদ—উঠানে উঠানে তারা ধামাইলে ধামাইলে আনে ফুলের সৌরভ। বলেছে নাইওরি তারা ভাটির কুসুম—আমি দেখি বাহারি পালক, আমি দেখি শেফালিকা, বাঁকা হাসি, পুষ্প মনোরথ। সেবার পরীক্ষা হলে শেফালিকা-জ্বর আসে, লিখেছি নির্ভুল রীতি সাধু ও চলিত—শেফালি-রচনা তবু কেনো এতো অপরাধী হয়? আমাদের বুবু-বাড়ি শেফালিকা ফুল ফোটে, বিদ্যালয় ভরে ওঠে শেফালি-নামতা। আমাদের খালা-বাড়ি সকলেই দেখতে পায় ফুলের গরিমা। আমাদের ফুফু-বাড়ি ফোটে না কোনোই ফুল—মামুবাড়ি তাই বড়ো শেফালি বিমুখ। একদিন যাবো দেখো, বুবুবাড়ি-বিদ্যালয়ে শেফালি-নামতা জপে প্রমাণ করিবো শেষে শেফালিও ফুল বটে—যেমত নয়নতারা ফুটে থাকে পড়শি-উঠানে। সেই থেকে মনুজলে ফুলেদের চাষ বাড়ে, সেই থেকে ধনীজমি ভরে ওঠে সুবাসে সুবাসে, সেই থেকে ভেটফুল শেফালিকা নাম ধরে পুকুরে পুকুরে—বলে ওরা বিলে বিলে শেফালিও ফোটে, বলে ওরা হাওরে হাওরে এতো শেফালিও ওড়ে। মেহমান শেফালিরা শীতে বুঝি কামিনী-ডালিয়া রূপে উড়ে উড়ে আসে! আমাদের কাঁচামনে বয়স বাড়ায়। আমাদের শেফালিরা দূরে দূরে যায়। আমরা আর লায়েক হবো না জানি—কাঁটা নিয়ে ঘুরিফিরি শহরে শহরে। আমরা আর বালেগ হবো না জানি—শেফালি ফুলের টানে জীবন খরচ করি গাউয়ালি গীতে।

সূত্র : ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প। শহীদুল জহির। প্রকাশকাল : বইমেলা ২০০৪। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : ১৫০ টাকা।

পড়শিনী

সম্প্রসারিত ২য় লিখন

তোমাদের গৃহপাখি আমাদের ছাদে এসে বইনালা করে যায় প্রকাশ্য প্রহরে। তোমাদের খালিবাড়ি পাখির আশ্রম, পালকে পালকে ঝরে মনউচাটন। এতো যে খানকা থাকে জগত মাজারে—তোমার পড়ার ঘর কেনো এতো ব্যাকুল করেছে? কেনো এতো মনত্যাগী আমাকে করেছে?...তোমাদের খালপাড়ে ঢুলকলমি ডেকেছে বিপদ—তাই বলে যাইনি কি মাছের উছিলা করে কালাঞ্জি বেলায়? তোমার ভোরের পড়া ফকিরি গানের সুরে দগ্ধ করে মন—পৃথিবীর জলবায়ু কেনো এতো কান্না হয়ে ওঠে? এতোটা দাঁড়িয়ে থাকি, এতোটা করুণা যাছি—ভূমধ্যসাগর কেনো এতো করে নিমগ্ন রেখেছে?...খৈচুরা ফলের জুটা কৃষ্ণরাঙ্গা হলে—পিষ্টি ফল ডেকে আনে নিধুয়া নির্বেদ। চাইছি গাছুয়া হতে—তোমাদের রাঙ্গা রাঙ্গা সুপারির কান্দাগুলো পেড়ে আনি লোভে, সাফ করি জোড়াগাছ, রক্তা নারিকেল। তালগাছ ডেকে নেয় ভাদ্রমাসী রোদে। এতো যে লোভের নাম তাল-মনমন—কবে তুমি বানিয়েছো তেলে ভাজা গোলাপি ক্রন্দন?...পুবের বরই ডালে ইটা দিয়ে আসি। টিনের টুল্লিতে ওঠে নামধ্বনি, ফলের খাতির।...তোমার কনিষ্ট দি'র বিবাহ বাসরে কতো না ছন্দ-মিলের প্রীতিউপহার ভাসিয়েছি যাত্রাপথে, বাতাসে বাতাসে। এতোসব রাঙ্গা ঢেউ সুরেলা আয়াত, মঙ্গল কথার বাণী—কবে তুমি ইশারা জানাবে? রাত জেগে কোন লোভে আমি তবে তোরণ সাজাই? অন্দরে অন্দরে থাকি কোন উছিলায়? কতো না গীতের ধ্বনি ভোর ডেকে আনে! হলুদে রাঙ্গালে দেহ খোঁপার বাহার। এইবার যাত্রাপথে হলুদে হলুদে বুঝি সয়লাব হবো? কেনো তুমি ভুল করো অধমের নাম, কথার ইঙ্গিত?...বারুই পাড়ায় ঘুরি—বরজে বরজে কতো পানের প্লাবন।...তোমার বাড়িতে যাই কতো না উছিলা করে, তুলে আনি মুষ্টিচাল পাঞ্চাতি হুকুমে—সপ্তা কেনো এতো এতো দূরে দূরে থাকে?...আমাদের বাজারের লক্ষ্মী খলিফায় এতো যে বাড়ায় রঙ তোমার রূপের, এতো যে বিনাশী রূপ ধরে রাখে সেলাই মেশিনে, গোলাপি চকের দাগে কেটে চলে অপেক্ষা আমার—খলিফা না-হয়ে আজ ফায়দা কী হলো?...যে-বানিয়া বানিয়েছে গলার জেওর, নাকফুল, কানের বেশর—তার ফুঁয়ে উড়ে যায় অগ্নি-ছাই কয়লার দাহ। পড়া ফাঁকি দিতে চাই—হতে চাই অগ্নিদগ্ধ বানিয়া তেমনি, তোমার গলায় যেনো লেপ্টে থাকে এই হাতে করা সেই অগ্নি-কারুকাজ।...এইবার বারিষা মাসে ছিঁড়ে গেলে পায়ের নূপুর, আমি তো চাইছি হতে অচ্ছুত চামার। নিরলে সেলাই করি তোমার চরণ ধন্য পাদুকা পায়েল।...কেনো যে হই না ভোরে গানের শিক্ষক! বখাটে পারি না হতে—ঠোঁটে নিতে সিল্লি সুমধুর—ফিরতি-পথে অধমেরে তোমার নজর কবে প্রশ্রয় জানাবে?...বাগান বিলাস শুধু তোমার খাতিরে আমি নিয়ে আসি। তুমি যে-বাগিচা থেকে কিনে আনো জুঁই ফুল, ভিনচেনা জবা—আমি তার মালিকানা পেলে বুঝি গাছে গাছে সম্পর্ক ছড়াবে!...এইবার বাড়ন্তির মেলায় আমিও পানের দোকান দেবো। আমিও চুড়ির বাক্স নিয়ে হয়ে যাবো বাবরিওয়ালা বেজ—তুমি কি রোদ মাথায় খরিদ্দার হবে না?...রাতের মেলায় হবো জটাধারী পীর, তোমার মহিমা গাবো কণ্ঠ ফানা করে। মানতের মোমগুলো তোমার চোখের মতো সারারাত গেয়ে যাবে আলোর জিকির।...কে আমাকে পড়তে বলে ধারাপাত, সরলাঙ্ক, জ্যামিতি-জখম? তোমার বাড়িতে যাবো বাইসনা হয়ে, অচ্ছুত বারুই। সেই লোভে মূর্খ হয়ে রই—সেই লোভে আজো আমি ভুল করি সূত্র-সমুদয়।

অবশিষ্ট মিনতি : তোমাকে রচিতে কতো করেছি উছিলা, তবুও ব্যর্থতা আসে তবুও দীনতা। কিভাবে বয়ান করি লুকটি-বনের মাঝে আজো দেখি ধরে আছো নীল অবয়ব—তুমি কি অন্ধরাতে বনহাসি অচিন আঘাত? দূরদেশে রাত্রি জেগে মনে রাখি শ্রীহট্ট-প্রবাদ—'থাকুক কথা পেটে/কইমু কথা শীতে'।

সাঁকো

এমনি বেতবু দিন, তাল-নিরাই, গাছের পাতাও নড়ে না, নিজের নামও যেই আসে না স্মরণ—কোন সিজদায় তবে নতজানু হবো?

করেছি অগ্রাহ্য যতো দিনক্ষণ বয়সের দোষে। এই নিরাই বেলায় তারে আজ করেছি কসুর—তোমাকে কি রোদ বলে ডাক দেবো শুধু একবার?

মানুষ মজেছে ভাতঘুমে। এমন উম্‌তানি দিনে কেবলি বেজার হয় দেহ—এই মন কেনো এতো দিগদারি করে?

দুইটা সাঁকোতে মিলে নদী পার হবো। দীঘল চুলের ভাঁজ বিছিয়ে দাও তো দেখি—এমন নিথর কালে ওগো সওয়াব হাসিল করি...

সাধুসঙ্গ

কতো না সাধুর হাটে ঘুরেফিরে আজ—তোমার ঘরেতে আমি বারোমাস সাধুসঙ্গ যাচি। সেবা গ্রহণের কালে এ-দিলে নেমেছে শান্তি বারেবারে—তুমি ছাড়া কে আমাকে সাধুসঙ্গে ডাকে? কে আমাকে জলসেবা দেয় সন্ধ্যা নেমে এলে! অধিবাসে শান্ত হলে মন, তোমার নামের গীত রাত্রি ফোঁড়ে ভোর ডেকে আনে। এতো যে ভোরের টান, বাল্যসেবা, এতো যে কাতর—তোমার ছোঁয়াছে জলে স্নানসিদ্ধ হলে—পূর্ণসেবা কেনো এতো পরিতৃপ্তি আনে?

কলহান্তরিতা

শ্লোকাঞ্জলি : জানো তুমি এ-তো নয় বিরহ রাধার। নিয়ম কলহ করে বস্তুপৃথিবীর, দুঁহু মাঝে ডেকে আনে রজনী বারিষ—আমাদের এই কান্না বুঝি সভ্যতা-সমান? চৌষট্টি দশার নামে রচি এই পদ—মহাজনি নাই কোনো তাড়াই আপদ। এই পদে নয়া ব্যথা বস্তু পৃথিবীর—পুঁজিই হয়েছে বাঁশি নাই কোনো বীর! তোমার বিষাদ-নামে গাই এই গীত—আসলে তা কান্না রচি রুগ্ন-ধরণীর! ষোলশ' গোপিনী কই, কই সহচর? যাইনি তো কংসবধে মথুরা নগর! পেটে-ভাতে দিন যায় যন্ত্র-দুনিয়ায়, তুমি-আমি কথা মাত্র, আর কিছু নয়! এই গীতে মহাবিশ্ব অষ্টরূপ ধরে, কী করে ভাবের দিন বাঁচে পণ্যদিনে! আমাদের মতো বুঝি জগত কম্পিতা? তারে আজি নাম দেই কলহান্তরিতা।

আমাদের যাত্রাদিনে যতো ফুল ফুটেছিলো বনে—তারা কি বেজার খুব, শুকিয়েছে তনু? সময় কলহ করে রেখেছে অধীন—তুমি কেনো কান্না করো বিপ্রলম্ভ মন? এখনো গৃহের নামে শিশুরব ধরে নি সঙ্গীত, এখনো রজনী কাঁচা ভাবে ভরা চিত—বাজে কেনো এই গৃহে বিরহ-কাজরী? বিরহিত মন জানি প্রোষিতপত্নীক—বৃষ্টি কি পাহাড়ে আজ কান্না ফেরি করে? তোমার বাড়ির পাশে শুকিয়েছে বিল, কান্নারত আর যতো আহত পাহাড়—কাটাবৃক্ষ বুকে ধরে ছায়াশূন্য রয়, তেমনি আমার এই দূরবাসে বাস! একটাও পাখি আর আসে নি টিলায়, মতুচ্চার বিলে আর ফুটে না কুসুম, মাছশূন্য ঘোলাপানি পদ্মশূন্য বুক—প্রোষিতভর্তৃকা রূপে তারা বুঝি আজ, হাওয়ায় ছড়ায় সুর বিরহ-বিধুর? ঝরে গেছে কচি কই, ধরে নি ফলন—নদীও জলের টানে ভুলেছে চলন! উঠেছে বিলাপধ্বনি পত্রপুষ্পডালে—নিয়ম কলহ করে আর কতো ঘরশূন্য রাখে?

মন্ত্রসমুচ্চয় : ভেবো না আসিবে ফিরে পদ্মফোটা দিন, মতুচ্চার বিলে হবে হলহলা মাছ। নাপতলা ভরে যাবে স্বচ্ছ-জলস্রোতে, আহত পাহাড় ফের হবে হাসিখুশি। ব্যথা ভুলে দুধফুল ফোটাবে সুবাস, অজানা গাছের নামে জপিব দরুদ। বনে বনে গীত হবে বসন্ত বাহার, মন্ডপে হবে না আর বিরহ-বিলাপ। পুঁজি ও পণ্যের তাপ পাশোরিবো জানি, প্রকৃতি খুলিবে তার দয়ার দেরাজ। আবার জিকির হবে ভাবমত্তদিনে, আবার ফুটিবে সুর রাত্রি ফানা করে! আবার বাঁধিবো পদ তোমার নামের, আবার রচিবো জেগে বন্ধনা রাতের। একদিন সব ব্যথা পাবে নিরাময়, একদিন কান্না ভুলে হাসিবে নিশ্চয়। এ-পদ বিরহী নয় কেবলি প্রেমের, এপদে বিচ্ছেদী নাই শুধুই ভাবের। তোমার-আমার দিন হয় যদি কম, ভেবো না লিখিবে পদ দ্বিতীয় ইরম।

অন্য ইরম

জন্ম নিচ্ছি ফের...

এতোটা প্রহর শেষে পাতাগুলো হয়ে ওঠে ফুল। সে এক বারিষা ভোরে কান্না ফোটেছিলো। এ-শীতে উঠেছে ডাক নামধ্বনি জাতক-ইন্ধনে। তুমি তো আমার ঘ্রাণ ছড়িয়েছো দেহে!

এ-গৃহে উঠেছে আজ শিশুরব আনন্দ-লহরী।

নিচ্ছি ফের মানবজীবন। তোমার উছিলা করে এ-জীবনে পুনর্বার যেনো আমি পদসিক্ত হই, সুর ধরি মানবের নামে—বাঞ্ছা মনে রয়।

তোমার উদরে বাড়ে ছায়া-আমি, দুঁহুর প্রণয়...

\ ইতি, আদিপুস্তক \